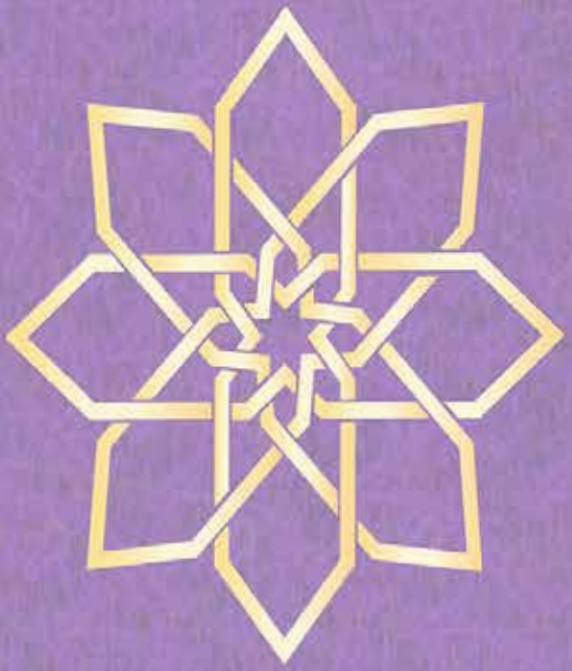
# বিদআতের মূলনীতি



আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী

# البدعة

## ضوابطها وأثرها اسىء في الأمة

# বিদআতের মূলনীতি ও উম্মাহর প্রতি তার কুপ্রভাব


**علي بن محمد بن ناصر الفقيهي**

**আলী ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু নাসির আল-ফাকীহী**

**অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন**

এম. টি. আই. এস, এম. ফিল (গবেষক)

আল-হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।



**الناشر: مكتبة السنة**

**প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ**

প্রধান অফিস:
কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস:
৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।
মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: জমাদিউল আওয়াল ১৪৪৪ হিজরী

**নির্ধারিত মূল্য : ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা**

# সূচীপত্র


- ❖ প্রারম্ভিকা ---------- ৪
- ❖ ভূমিকা ---------- ৫
- ❖ বিদআতের পরিচয় ---------- ১৭
- ❖ বিদআতের প্রকারভেদ ----------১৮
- ❖ বিদআতীদের সাথে উঠা-বসায় নিষেধাজ্ঞা ----------২২
- ❖ বিদআতী ব্যক্তির তাওবাহ----------২৬
- ❖ বিদআতী ব্যক্তির বিধান ----------৩১
- ❖ ভুলকারী ব্যক্তির বিধান ----------৩৪
- ❖ বর্তমান জামাআতসমূহের মানহাজ ----------৪৫
- ❖ নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল ---------- ৪৮
- ❖ সালাফ ও তাদের অনুসারীগণ হিযব (বিভক্তকারী দল) নয় -----৫৫

## প্রারম্ভিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই যিনি বলেছেন:

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" সূরা আলে-ইমরান; আয়াত: ১০২।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সৃষ্টির শ্রেষ্টতম ব্যক্তি এবং সর্বোত্তম রসূলের ওপরে, যিনি সুসংবাদ দানকারী, ভীতি প্রদর্শনকারী, আলোদানকারী প্রদীপ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي

"তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরতে পার তবে তোমরা কখনোই পথচ্যুত হবে না। (একটি হল) আল্লাহর কিতাব এবং (অপরটি হল) আমার সুন্নাহ।"[১] অতঃপর,

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিষয়ক ডীন অফিস অধিনস্ত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড বিষয়ক বিভাগ, ১৪১২ হিজরীতে তাদের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়াকে কেন্দ্র করে আমার কাছে 'বিদআত এর মূলনীতি এবং উম্মাহর মধ্যে এর প্রভাব' সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। আর আমি ২৬ শাওয়াল ১৪১২ হিজরীর বুধবার বিকালে তাদের বৃহত্তম মিলনায়তনে আমার এই বক্তব্য প্রদান করেছিলাম।

আর উক্ত বিভাগের বেশ কয়েকজন ত্বত্তাবধায়কসহ আরো অন্যান্য কিছু ভাইয়েরা আমাকে এটি পুস্তিকা আকারে বের করার পরামর্শ দিয়েছেন যেন এতে সার্বিক উপকারিতা অর্জিত হয়। আর তাদের এই পরামর্শে সাড়া দিয়ে আমি কিতাব-সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে আগ্রহী ছাত্র, আস-সালাফুস সালিহীনের পথে চলতে আগ্রহী এবং শরীআতের দলীল ও এর ব্যাখ্যা বুঝতে যারা তাদের মানহাজকে অনুসরণ করতে চায়, তাদের জন্য পেশ করছি-আমি এই আলোচনাকে প্রাচীন ও সমসাময়িক দুইভাগে বিভক্ত করেছি, যার মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একত্রিত হয়েছে। যেন এতে করে পাঠক এই মাত্র কয়েকটি পৃষ্টাতে এক বৈঠকেই এর বিস্তারিতভাবে জানতে পারে। আর উদ্দেশ্য আল্লাহর পক্ষ হতেই পূরণ হয় থাকে।

---

[১] মুস্তাদরাকুল হাকিম; হা/৩১৯। মুওয়াত্তা; হা/৩ (তাকদীর সংক্রান্ত অধ্যায়)।

# ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। আমরা তারই প্রশংসা করি, তার কাছেই সাহায্য চাই এবং তার কাছেই গোনাহের জন্য ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের নিজেদের অন্তরের যাবতীয় অকল্যাণ ও কর্মকাণ্ডের অকল্যাণ হতে আশ্রয় চাই। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিবেন তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করবেন তাকে হিদায়াত দানকারী কেউ নেই।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, যার কোন শরীক নেই আর আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। আর মুসলিম হওয়া ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করো না।” সূরা আলে-ইমরান; ৩: ১০২।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই প্রাণ হতে, এরপর তা হতে এর জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মধ্য হতে অসংখ্য নারী-পুরুষকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর ঐ আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের কাছে কিছু চেয়ে থাক এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেও। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপরে পর্যবেক্ষক।” সূরা আন-নিসা; ৪: ০১।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ﴾

“হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। এতে করে আল্লাহ তোমাদের আমলসমূহকে সংশোধন করে দিবেন, তোমাদের গোনাহসমূহকে ক্ষমা করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের

আনুগত্য করবে, সে প্রকৃতই বিরাট সফল হবে।" সূরা আল-আহযাব; ৩৩: ৭০-৭১।

অতঃপর, [ জ্ঞাতব্য যে] আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে একত্রিত থাকার আদেশ দিয়েছেন এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্নতা ও মতভেদে লিপ্ত হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ فَأَصۡبَحۡتُم بِنِعۡمَتِهِۦٓ إِخۡوَٰنٗا وَكُنتُمۡ عَلَىٰ شَفَا حُفۡرَةٖ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنۡهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে, এরপর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরী করে দিয়েছেন, যার ফলে তাঁরই অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনের গর্তের কিনারায় অবস্থান করছিলে আর তিনি সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।" সূরা আলে-ইমরান; ৩: ১০৩।

আর এই ঐক্য, আল্লাহর রশিকে আঁকড়ে ধরা ও পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন না হওয়ার ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন যা তার রসূলের উপরে নাযিল করা হয়েছে তার অনুসরণ করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿الٓمٓصٓ ۝١ كِتَٰبٌ أُنزِلَ إِلَيۡكَ فَلَا يَكُن فِي صَدۡرِكَ حَرَجٞ مِّنۡهُ لِتُنذِرَ بِهِۦ وَذِكۡرَىٰ لِلۡمُؤۡمِنِينَ﴾

"আলিফ-লাম-মীম-সদ। তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এমন একটি কিতাব যাতে তোমার অন্তরে কোনরূপ সমস্যা সৃষ্টি না হয়। এটার মাধ্যমে তুমি সতর্ক করবে। আর মু'মিনদের জন্য রয়েছে উপদেশ।" সূরা আল-আ'রাফ; ৭: ১-২।

যেমন তিনি নিষেধ করেছেন পিতাদেরকে [পূর্বপুরুষদেরকে] যার উপরে পাওয়া যায় তার (কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূতভাবে) অনুসরণ করতে, অনুরূপভাবে কোন শায়েখ, প্রবৃত্তির অনুসরণকারী ও বিদআতীদের অনুসরণ করতেও তিনি নিষেধ

করেছেন ঐ সমস্ত কাজে, যাতে কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন ও সুন্নাহতে আসা বিষয়ের বিরোধিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَآ أَلۡفَيۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ءَابَآؤُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَهۡتَدُونَ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে: বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখতে পেয়েছি। তারা কী (তবুও এটাই করবে) যদিও তাদের পূর্বপুরুষেরা বুঝতে অক্ষম ও হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকে?" সূরা আল-বাকারাহ; ২: ১৭০। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلۡ نَتَّبِعُ مَا وَجَدۡنَا عَلَيۡهِ ءَابَآءَنَآۚ أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾

"যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন। তখন তারা বলে: বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার উপরে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের দেখেছি। তারা কী (তবুও এটাই করবে) যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে?" সূরা লুকমান; ৩১: ২১।

আবার অনুরূপভাবে আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনে যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন সেগুলো অনুসরণ করতে আদেশ এবং যার উপরে পূর্বপুরুষগণ, প্রবৃত্তির পথে আহবানকারীগণ ও শয়তান রয়েছে, তা অনুসরণ করতে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, যা বিগত আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী:

﴿أَوَلَوۡ كَانَ ٱلشَّيۡطَٰنُ يَدۡعُوهُمۡ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ﴾

"তারা কী (তবুও এটাই করবে) যদিও শয়তান তাদেরকে জাহান্নামের দিকে আহবান করে?"

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অসংখ্য সুস্পষ্ট সহীহ হাদীস এসেছে, যেগুলো উম্মাহকে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরতে উৎসাহ প্রদান করে; কেননা এই দু'টির মধ্যেই প্রকৃতপক্ষে নাজাত ও মুক্তি, যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي

"তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম যদি তোমরা তা আঁকড়ে ধরতে পার তবে তোমরা কখনোই পথচ্যুত হবে না। (একটি হল) আল্লাহর কিতাব এবং (অপরটি হল) আমার সুন্নাহ।"[২]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন-সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণকারীর জন্য হিদায়াত ও নাজাতের নিশ্চয়তা দিয়েছেন, সেই সাথে দুনিয়াতে ধ্বংস হওয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার দিকে ধাবিতকারী ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে যাওয়ারও নিশ্চয়তা দিয়েছেন। এর বিপরীতে দীনের মধ্যে কোন ধরনের বিদআত সৃষ্টি করা থেকেও নিষেধ করেছেন। বিদআত হতে সতর্ক করেছেন। উম্মাতের জন্য স্পষ্ট করেছেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে বিদআত তৈরী করা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। সুতরাং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -যেমনটি আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যা বর্ণনা করেছেন ইমাম আবূ দাউদ ও তিরমিযী এবং বর্ণনার পরে তিরমিযী এটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন। সাহাবী (আল-ইরবায ইবনু সারিয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

"একদা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ওয়াজ করলেন, যা ছিল অত্যন্ত হিকমাতপূর্ণ, যা শ্রবণে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয় এবং অন্তর কেপে ওঠে। তখন আমরা বললাম: হে রসূল! এটা তো বিদায়দানকারীর ভাষণের ন্যায়। আপনি আমাদেরকে নসীহত করুন। তখন তিনি বললেন: 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহকে ভয় করা, (শাসকের) কথা শোনা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে নসীহত করছি, যদিও তোমাদের উপরে কোন দাস ক্ষমতা পেয়ে যায়। আমার পরে তোমাদের যারা বেঁচে থাকবে তারা অসংখ্য ফিতনা দেখতে পাবে। সুতরাং তখন তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে আমার সুন্নাত ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে, আর তা মাড়ীর দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখবে। দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করা হতে দূরে থাকবে; কেননা প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।"[৩]

সুতরাং এই হাদীসটি আমাদেরকে মুসলিম উম্মাহর অস্তিত্ব রক্ষায় যত্নবান হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বড় একটি দিক স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে, এবং ফিতনার প্রতি ধাবিত করে এমন বিভক্তি হতে মুসলিম উম্মাহকে নিরাপত্তাদানের

---

[২] মুস্তাদরাকুল হাকিম; হা/৩১৯। মুওয়াত্তা; হা/৩ (তাকদীর সংক্রান্ত অধ্যায়)।
[৩] সহীহ: মুস্তাদরাকুল হাকিম; হা/৩২৯, আবূ দাউদ; হা/৪৪৪৩, তিরমিযী; হা/২৮১৫।

ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করে। আর এটা জামাআতের সাথে থাকা এবং সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে। এছাড়াও আকীদা, কর্মকাণ্ড, কথাবার্তা ও মানহাজে সব ধরনের নব-সৃষ্ট বিদআত থেকে দূরে থাকা, যা (বিদআত) উম্মাহকে বিচ্ছিন্নতা ও ঝগড়ায় লিপ্ত করে পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিভক্তির দিকে ঠেলে দেয়, এমন বিদআত থেকে দূরে থাকার প্রতিও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে। কেননা হিদায়াতের পথ প্রদর্শনকারী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই পৃথিবী হতে ততদিন বিচ্ছিন্ন হননি, যতদিন না তার উম্মাত দীনের শরীআতের ক্ষেত্রে তার উপরে নাযিলকৃত আল্লাহর ওহীতে পূর্ণতা লাভ করেছিল। সুতরাং তিনি তার উম্মাহর জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন যা তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। আর তিনি তার উম্মাহকে এমন একটি সুস্পষ্ট শুভ্র রাস্তায় রেখে গেছেন যার রাতও দিনের ন্যায় প্রজ্জল, যেখান থেকে শুধুমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তিই ছিটকে পড়ে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর মাধ্যমে দীনকে পূর্ণতা দিয়েছেন, নিয়ামতের পূর্ণতা দিয়েছেন এবং সমগ্র মানবতার জন্য ইসলামকে দীন হিসেবে মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" সূরা আল-মায়িদাহ; ৫:৩। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ﴾

"আর যদি কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অন্বেষণ করে তবে কখনোই তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। আর সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" সূরা আলে-ইমরান; ৩: ৮৫।

সুতরাং এই পবিত্র আয়াতের মূল বক্তব্য দ্বারা দীন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে তা প্রচার করেছেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) কে বলেন:

ومن زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية

'যদি কেউ মনে করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ কর্তৃক তার উপরে নাযিলকৃত বিষয়ের কোন অংশ গোপন করেছেন, তাহলে সে আল্লাহর উপরে সবচেয়ে বড় ধরনের অপবাদ আরোপ করল।'[৪]

আর আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ﴾

"হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ হতে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা প্রচার কর। আর তা না করলে তুমি তাঁর রিসালাতকে পূর্ণাঙ্গ করতে পারনি।"[৫]

যেহেতু দীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা পৌঁছে দিয়েছেন- যেমনটি এ ব্যাপারে হাদীসের বর্ণনা গত হয়েছে, এছাড়াও বিদায় হজ্জের বর্ণনায় এসেছে- যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষকে ইসলামের শরীআত ও আহকাম সম্পর্কে অবহিত করছিলেন, হালাল-হারাম সম্পর্কে স্পষ্ট করছিলেন, জান-মাল হিফাজতের কথা বলছিলেন, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আলোকপাত করছিলেন এবং ঐ সময়ে তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন:

ألا هل بلغتُ

'আমি কী তোমাদের কাছে পৌঁছুতে পেরেছি?' সাহাবারা বলেছিলেন: হ্যাঁ। তখন তিনি আকাশের দিকে হাত উচু করে বলেছিলেন:

اللهم اشهد، اللهم اشهد

"হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষ্য থাকুন! হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষ্য থাকুন!"

সুতরাং এরপরে যদি কোন ব্যক্তি এসে আমাদের জন্য দীনের মধ্যে কোন বস্তু সংযোজন করে, যা আল্লাহর কিতাব, তাঁর রসূলের সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহর মধ্যে নেই, হোক তা আকীদা, আমল, কথা বা মানহাজ

[৪] সহীহ বুখারী; হা/৭৫৩১, সহীহ মুসলিম; হা/২৮৭।

[৫] সূরা আল-মায়িদাহ; আয়াত: ৬৭।

[কার্যপদ্ধতি বা পন্থা] যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানহাজ ও জীবন চরিতের বিপরীত, তাহলে সে যেন একথাই বলল: দীন অপরিপূর্ণ যা এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। উক্ত ব্যক্তি তাহলে আল্লাহ তা'আলার এই বাণীকেও নাকচ করে দেয় [যেখানে বলা হচ্ছে]:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম।"

অথবা সে বলতে চায় যে, দীন পরিপূর্ণ তবে এমন কিছু সেখানে বাকী রয়ে গেছে যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচার করেননি। তাতে ঐ ব্যক্তি আয়িশাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহার পূর্বে বর্ণিত হাদীসটিকে নাকচ করে দেয়। অনুরূপ সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবলীগ তথা রিসালাত পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিও নাকচ করে, যেখানে তিনি বিদায় হজ্জে উম্মাতের সকলের কাছে বলেছেন:

فليبلغ الشاهد الغائب فربّ مبلغٍ أوعى من سامع

"তোমাদের উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিত লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়; কেননা কখনো কখনো যার কাছে পৌঁছানো হয় সে তার শ্রবণকারী (প্রচারক) অপেক্ষা বেশী সংরক্ষণে পারদর্শী হয়ে থাকে।"[৬]

এটাই বিদআতী ব্যক্তির কথা ও কাজের দ্বারা লব্ধ বা প্রাপ্ত বিষয়। সে যেন একথাই বলতে চায় যে, শরীআত এখনো অপূর্ণ। আর এমন বিষয়ও রয়েছে যা খুঁজে বের করাটা ওয়াজিব অথবা কমপক্ষে মুস্তাহাব। কেননা সে যদি সব দিক থেকেই শরীআতের পূর্ণতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হত, তাহলে সে বিদআতে লিপ্ত হত না, এমন কিছু খুঁজতেও যেত না। আর এরকম বলা ও বিশ্বাসী ব্যক্তি সঠিক পথ তথা 'সিরাতুল মুস্তাকীম' বা সঠিক পথ হতে বিচ্যুত।

ইবনুল মাজিশূন বলেন: "আমি মালিককে বলতে শুনেছি: কোন ব্যক্তি যদি ইসলামে বিদআত প্রবেশ করিয়ে তাকে ভালো মনে করে, তাহলে সে একথাই বিশ্বাস করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিসালাতের খিয়ানত করেছেন; কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾

[৬] সহীহ বুখারী; হা/১৭৪১।

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম'।

সুতরাং যা সেদিন দীন হিসেবে ছিল না, তা আজ কোনভাবেই দীন নয়।"[৭]

ইমাম শাতিবী রহিমাহুল্লাহ তার অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ 'আল-ইতিসাম' এ উল্লেখ করেন যে:

১. নিশ্চয় বিদআতী ব্যক্তি শরীআতের সাথে বিরোধিতা ও শত্রুতা পোষণকারী। কেননা শরীআত প্রণেতা বান্দার সকল বিষয়গুলিকে বিশেষ বিশেষ পন্থায় ও বিশেষ বিশেষ দিক হতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। আর আদেশ-নিষেধ ও প্রতিশ্রুতি-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে সকলকে এর উপরেই সীমাবদ্ধ করেছেন। আর সংবাদ দিয়েছেন যে, যাবতীয় কল্যাণ এর মধ্যেই রয়েছে এবং এটার সীমাতিক্রম করার মধ্যেই রয়েছে অকল্যাণ; যেহেতু আল্লাহই সব কিছু [ভালোভাবে] জানেন আর আমরা তা জানি না। আর তিনিই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আর বিদআতী ব্যক্তি এসব কিছুকেই নাকচকারী হিসেবে বিবেচিত। কেননা সে মূলত চিন্তা করে যে, সেখানে (শরীআতে) আরো অনেক রাস্তা রয়েছে, [তাই] শরীআত প্রণেতা যেটাকে সীমায়িত করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে সীমায়িত নয়, আবার যা তিনি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন সেটাও নির্দিষ্ট নয়। যেন ব্যাপারেটি এমন যে, শরীআত প্রণেতাও জানেন, অনুরূপ আমরাও জানি। বরং শরীআত প্রণেতার থেকে কোথাও ছুটে যাওয়া বিষয়গুলোও সে (বিদআতী) বুঝতে সক্ষম, এমনকি শরীআত প্রণেতা যা জানতে পারেনি তা সে জেনে ফেলেছে [আস্তাগফিরুল্লাহ]।

তিনি বলেন: আর এটা বিদআতী ব্যক্তি হতে আসা কর্মকাণ্ড। যদি সে এটার উদ্দেশ্য জেনে বুঝে করে, তাহলে তা কুফর আর যদি তা না বুঝে করে থাকে, তবে তা ভ্রষ্টতা।

২. এরপরের বিষয় হচ্ছে- বিদআতী ব্যক্তি তার উক্ত কর্মকাণ্ডের দ্বারা তার নিজেকে শরীআত প্রণেতার স্থানে বসিয়ে দেয়; কেননা শরীআত প্রণেতা শরীআত প্রণয়ন করেছেন আর সৃষ্টিজগতকে বাধ্য করেছেন ঐ রীতির অনুগত হতে, আর এক্ষেত্রে তিনি একক যেহেতু তিনিই সৃষ্টিজগত (মানুষেরা) যে সব বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত তার চূড়ান্ত ফায়সালা করেছেন। সুতরাং শরীআত কখনো আকল বা বিবেকের দ্বারা উপলব্ধ বিষয় নয়, যেন প্রত্যেকে তার নিজের মত করে শরীআত প্রণয়ন করতে পারে। যদি বিষয়টি এমন হত, তবে মানুষের কাছে রসূল পাঠানোর প্রয়োজন হত না। সুতরাং বিদআতী ব্যক্তি তার নিজেকে

[৭] আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী; ১/৪৯।

শরীআত প্রণেতার বরাবর ও সমকক্ষ হিসেবে তৈরী করে আর একারণে সে শরীআত প্রণেতার ন্যায় কাজ [শুরু] করে। আর মতানৈক্য ও বিভক্তির পথ খুলে দেয়।

৩. এরপরের বিষয় হচ্ছে- বিদআতী ব্যক্তির কাজের মধ্যে আরো রয়েছে কামনা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ﴾

"আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হিদায়াতের অনুসরণ না করে যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার থেকে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে?"[৮]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা হিদায়াতের অনুসরণ করে না, তার চেয়ে ভ্রষ্ট আর কোন ব্যক্তি নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার দীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারী এই ব্যক্তি যে নিজেকে শরীআত প্রণেতার সমকক্ষ করেছে [ভেবে নিয়েছে], আল্লাহর কিতাবে (কুরআনে) এই ব্যক্তিকে তিরষ্কার করা হয়েছে; একারণে যে, সে হচ্ছে এমন ভ্রষ্ট ব্যক্তি যার অন্তরকে [তার কারণেই] আল্লাহ ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করেছেন। যেহেতু কোন কাজের প্রতিদান সমজাতীয় বস্তু দ্বারাই হয়ে থাকে আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَلَمَّا زَاغُوٓا۟ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

"সুতরাং যখনই তার ভ্রষ্টতার দিকে গেল আল্লাহও তাদের অন্তরকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে দিলেন।"[৯]

আর এটা তাদের কুরআনের মুতাশাবিহ আয়াতের অনুসরণ, মুহকাম আয়াতকে পরিত্যাগ করা, তা'ওয়ীল অনুসন্ধান করা তথা [কুরআন-সুন্নাহকে] মূল হতে তাহরীফ বা বিচ্যুত করার কারণে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ مِنْهُ ءَايَٰتٌ مُّحْكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٌ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِۦ ۗ﴾

[৮] সূরা আল-কাসাস; আয়াত: ৫০।

[৯] সূরা আস-সফ; আয়াত: ০৫।

"তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমার ওপরে কিতাব নাযিল করেছেন, যাতে রয়েছে মুহকাম আয়াতসমূহ, এগুলোই কিতাবের মূলকথা, আরো রয়েছে মুতাশাবিহ আয়াতসমূহ। সুতরাং যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা কিতাবের অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) বিষয়সমূহের অনুসরণ করে, ফিতনা সৃষ্টি ও তা'ওয়ীল অনুসন্ধানের নিমিত্তে।" সূরা আলে-ইমরান; আয়াত: ৭।

আয়িশাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ﴿هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ﴾ "তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমার ওপরে কিতাব নাযিল করেছেন" এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন:

"যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা অস্পষ্ট (মুতাশাবিহ) বিষয়ের অনুসরণ করে, তাহলে জেনে রেখ, তারাই ঐ সকল লোক যাদের নাম এখানে আল্লাহ উল্লেখ করেছেন আর তাই তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।" অন্য বর্ণনাতে এসেছে, তিনি বলেন:

"যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যে তারা বিতর্ক করছে, তাহলে জেনে রেখ, তারাই ঐ সকল লোক যাদেরকে এখানে আল্লাহ উদ্দেশ্য করেছেন আর তাই তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাকবে।" এবং আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗا لَّسۡتَ مِنۡهُمۡ فِي شَيۡءٍۚ﴾

"নিশ্চয় এরাই সেসব লোক যারা তাদের দীনকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং তারা দলে দলে বিভক্ত হয়েছে। তাদের ব্যাপারে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।" সূরা আল-আন'আম; আয়াত: ১৫৯।

ইবনু কাছীর বলেন: "অর্থ্যাৎ: বিভিন্ন দল-মত ও প্রবৃত্তির অনুসারী ও বিভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীরা। আল্লাহ তা'আলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাদের মধ্যে যা রয়েছে সেগুলো হতে মুক্ত করেছেন।"[১০]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾

[১০] তাফসীরু ইবনু কাছীর; ৩/৩৭২।

"আর নিশ্চয় এই আমার সরল-দৃঢ় পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে অনুরূপ আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" সূরা আল-আন'আম; আয়াত: ১৫৩।

সুতরাং আল্লাহর সীরাতুল মুস্তাকীম-সঠিক পথ হচ্ছে ঐ পথ যার দিকে তিনি আহবান করেছেন। আর সেটা হচ্ছে সুন্নাহ যাকে আল্লাহর রসূল সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্নাহ হিসেবে চালু করেছেন। আর এটাই ইসলাম আর এটাই কুরআন [এর বাস্তবরূপ]।

আর অন্যান্য পথ হচ্ছে মতবিরোধে লিপ্ত ব্যক্তিদের পথসমূহ, যারা সীরাতুল মুস্তাকীম হতে পালিয়ে বেড়ায়, এরাই দীনের মধ্যে বিদআত ও প্রবৃত্তির অনুসরণকারী, তারা সাধারণ গোনাহগার নয় যে তারা শুধুমাত্র পাপে লিপ্ত হয়েছে; কেননা সাধারণ গোনাহগার বা পাপী ব্যক্তি এমন কোন পথ সৃষ্টি করেনি যাতে করে সে শরীআত প্রণেতার স্থানে তার নিজেকে সবর্দা বসিয়ে দেয়, যেমনটি বিদআতী ব্যক্তি করে থাকে।

দীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টিকারীকে উদ্দেশ্য করে আব্দল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে -যে হাদীসটি ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন এবং হাকিম বর্ণনা করে এটাকে সহীহ বলেছেন- তিনি বলেন: একদা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে একটি দাগ টানলেন, এরপর তিনি বললেন: 'এটা আল্লাহ দৃঢ় (মুস্তাকীম) পথ' এরপরে তিনি ঐ দাগের ডানে-বামে আরো অনেকগুলো দাগ টানলেন, এরপর বললেন: 'আর এই পথগুলোর প্রত্যেকটির ওপরেই একটি করে শয়তান রয়েছে, যে ঐ পথে আহবান করতে থাকে।' এরপর তিনি তেলাওয়াত করলেন:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

"আর নিশ্চয় এই আমার সরল-দৃঢ় পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে অনুরূপ আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" সূরা আল-আন'আম; আয়াত: ১৫৩।

বাকর ইবনুল 'আলা বলেন: "আমি মনে করি তিনি মানুষের মধ্যকার শয়তানকে বুঝিয়েছেন, আর [উক্ত শয়তানী হচ্ছে] বিদআতসমূহ।"

মুজাহিদ বলেন: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ "অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করো না"। এটা হচ্ছে: বিদআত এবং সংশয়।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বিদআতী ব্যক্তিদের তিরষ্কার করেছেন ও তাদের অন্তরের বক্রতাকে স্পষ্ট করেছেন, আবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেও অসংখ্য হাদীসে বিদআতী ব্যক্তির নিন্দার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বিদআতীদের নিন্দা, তাদের ভ্রান্তি ও গোনাহ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে, তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রত্যাখ্যাত বলা হয়েছে। যেমন সহীহ বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে:

«مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ»

"যে ব্যক্তি আমাদের [দীনের] বিষয়ে কোন কিছুকে নতুনভাবে প্রবেশ করালো, যা মূলত [দীনের মধ্যে] ছিল না। তাহলে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১১]

মুসলিমের রিওয়ায়েতে রয়েছে:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১২] এর অর্থ হচ্ছে: [উক্ত আমল] তার ওপরেই প্রত্যাখ্যাত হবে।

ইমাম মুসলিম আবূ হুরাইরাহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا.

---

[১১] সহীহ বুখারী; হা/২৬৯৭।

[১২] সহীহ মুসলিম; হা/১৭১৮।

“যে ব্যক্তি কোন হিদায়াতের দিকে আহবান করে, তাকে উক্ত হিদায়াতের অনুসারীদের সমপরিমাণ ছওয়াব দেওয়া হবে। আর একারণে তাদের ছওয়াবের কোন কমতি হবে না। আবার যে ব্যক্তি কোন ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করে, তাকে উক্ত ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত ব্যক্তিদের সমপরিমাণ গোনাহ দেওয়া হবে। আর একারণে তাদের গোনাহের মধ্যে কোন কমতি হবে না।” আর অনুরূপ হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতেও বর্ণিত আছে, যার বর্ণনা অচিরেই আসবে।

অতঃপর, বিদআত হতে নিষেধাজ্ঞা ও তা হতে সতর্ক করা সম্পর্কে জানার পর আমরা জানবো।

**বিদআত কী, বিদআতের মূলনীতি কী, অথবা বিদআতের পরিসীমা কী যার মাধ্যমে বিদআত চেনা যায়। আর বিদআত কোথায় কোথায় হয়ে থাকে?**

## تعريف البدعة

## বিদআতের পরিচয়

### বিদআতের পরিচয়:

বিদআতের আভিধানিক অর্থ: কোন কিছুকে তার পূর্বের নমুনা ছাড়া আবিষ্কার করা। যেমন: আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

﴿بَدِيعُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ﴾

“[তিনিই] আসমান ও যমীনকে নমুনাবিহীন সৃষ্টিকারী” সূরা আল-বাকারাহ; আয়াত: ১১৭।

অর্থ্যাৎ: উভয়ের নমুনাবিহীন সৃষ্টিকর্তা। আবার বলা হয়: অমুক ব্যক্তি একটি বিদআত (নতুন কিছু) তৈরী করেছে, তথা তার আগে কেউ উক্ত কাজটি আবিষ্কার করেনি। এটি একটি বিদআত কাজ, অর্থ্যাৎ সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যার কোন নজীর নেই। এই অর্থের ভিত্তিতেই বিদআতকে বিদআত হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে। আর এটাকে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে সূচনা করা হচ্ছে: ইবতিদা (ابتداع) তথা বিদআত তৈরী করা। আর এর প্রকৃতিগত ব্যাপার হচ্ছে: এটি বিদআত (নবসৃষ্ট বিষয়)। কখনো কখনো উক্ত পন্থায়

আমল করাকেও বিদআত হিসেবে অভিহিত করা হয়। আর এই অর্থ হতে এমন আমল যার শরীআতে কোন দলীল নেই, তাকেও বিদআত বলা হয়।

**বিদআতের শারঈ (পারিভাষিক) অর্থঃ**

طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

"শরীআতের সমকক্ষ ভেবে দীনের মধ্যে এমন আবিষ্কৃত নতুন বিষয়, যা বাস্তবায়নের দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু এর ইবাদতের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত কোন কিছু করা উদ্দেশ্য হয়।"

এই সংজ্ঞার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্রতিটি এমন নবসৃষ্ট কাজ যার ব্যাপারে শরীআতের কোন দলীলগত ভিত্তি নেই। আর যদি শরীআতের দলীলের ভিত্তিতে তা হয়ে থাকে, তাহলে শারঈ দৃষ্টিতে তা বিদআত নয় যদিও তাকে আভিধানিকভাবে তাকে বিদআত বলা হয়ে থাকে।

## أقسام البدعة

## বিদআতের প্রকারভেদ

বিদআত হাকীকিয়্যাহ (بدعة حقيقية) ও বিদআত ইযাফিয়্যাহ (بدعة إضافية) এ দু'ভাগে বিভক্ত।

**ক) বিদআত হাকীকিয়্যাহ (بدعة حقيقية):** এটি হচ্ছে এমন শারঈ দলীলবিহীন কাজ, যার ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা কোনটি হতেই কোন দলীল পাওয়া যায় না।

**এরূপ বিদআতের মধ্যে রয়েছেঃ**

সঠিক উদ্দেশ্য ও শরীআত সমর্থিত ওজর ব্যতিরেকেই কোন অস্পষ্ট বিষয়ের ওপরে নির্ভর করে হালাল বিষয়কে হারাম করা এবং হারাম বিষয়কে হালাল করা।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধে ছিলাম, আমাদের সাথে স্ত্রী ছিল না। তখন আমরা বললাম: আমরা কী খাসী হয়ে যাব না? তখন তিনি আমাদেরকে তা হতে নিষেধ করলেন। অবশ্য এর পরে তিনি আমাদেরকে কাপড়ের বিনিময়ে স্ত্রী গ্রহণে [সাময়িক] অনুমতি দিয়েছিলেন। এরপরে তিনি পাঠ করেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمۡ﴾

"হে ঈমানদ্বারগণ! আল্লাহ তা'আলা যা হালাল করেছেন তার মধ্য হতে উত্তম বস্তুগুলোকে তোমরা হারাম করে নিও না।" সূরা আল-মায়িদাহ; আয়াত: ৮৭।[১৩]

ইমাম বুখারী কায়েস ইবনু আবী হাযিমের সূত্রে বর্ণনা করেন যে,

دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لاتتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم، قالوا: حجت مصمتة، فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل هذا عمل الجاهلية، فتكلمت فقالت: من أنت؟، قال: امرؤ من المهاجرين

যায়নাব নামের আহমাসের এক মহিলার নিকটে আবূ বাকর রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু এসে দেখতে পেলেন যে, সে কারো সাথে কথাবার্তা বলছে না। তখন তিনি জানতে চাইলে লোকেরা বলল: তিনি কথা বন্ধ রেখে হজ্জ পালন করছেন। তখন আবূ বাকর রদ্বিইল্লাহু আনহু বললেন: তুমি কথা বল; কেননা এটা হালাল নয় বরং এটি জাহিলী যুগের কাজ। তখন মহিলাটি কথা বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কে? আবূ বাকর রদ্বিইল্লাহু আনহু বললেন: [আমি] মুহাজিরদের একজন।"[১৪]

**এ ধরনের বিদআতের আরো উদাহরণ হচ্ছে:**

আল্লাহর পক্ষ হতে কোন প্রমাণ নেই এমন কোন ইবাদতের [পদ্ধতি] আবিষ্কার করা, যেমন: যুহরের সালাতের প্রতিটি রাকআতে দু'টি করে রুকু করা। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত আদায় করা। অথবা সুন্নাহকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ না করা। কুরআন ও সুন্নাহর ওপরে আকলকে (বিবেকের রায়কে) প্রাধান্য দেওয়া এবং আকলকে মূল ধরেই শরীআতকে আকলের অনুগামী মনে করা। আবার

[১৩] সহীহ বুখারী; হা/ ৪৬১৫।
[১৪] সহীহ বুখারী; হা/৩৮৩৪।

এমন কথা বলা যে, তাজাররুদ বা অনুরূপ নির্দিষ্ট কোন স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে শারঈ বাধ্যবাধকতা শেষ হয়ে যায়, যদিও বিবেক এবং শারঈ বাধ্যবাধকতার শর্ত অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং [এই স্তরে] আনুগত্য করার আবশ্যকতা থাকে না এবং কোন হারাম বস্তুও হারাম থাকে না। বরং মানবীয় চাহিদা, প্রবৃত্তির কামনা ও শারীরিক ইচ্ছার অনুকুলে চলতে হয়। যেমনটি কতিপয় সূফীপন্থীগণ মনে করে।

এগুলো হচ্ছে বিদআত হাকীকিয়্যাহ এর কিছু নমুনা, যা বিদআতের প্রচলনকারীরা তাদের নিজেদের কাছ থেকে উদ্ভাবন করেছে।

**খ) বিদআত ইযাফিয়্যাহ (بدعة إضافية):** বিদআত ইযাফিয়্যাহর দু'টি ধরন রয়েছে:

**বৈধ ধরন:** কিন্তু বিদআতী ব্যক্তি এই বৈধ ধরনের মধ্যে তার নিজের পক্ষ হতে এমন কোন কাজ প্রবেশ করায়, যাতে তা মূল বৈধ বিধান হতে বের হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে প্রচলিত অধিকাংশ বিদআত এ প্রকার হতে হয়ে থাকে।

**এ প্রকারের উদাহরণ:**

সিয়াম, যিকর, পবিত্রতা অর্জন, কষ্টের সময়ে সুন্দরভাবে ওযূ করা, সালাত আদায় ইত্যাদি এগুলো সম্পাদন করতে শরীআত প্রণেতা আদেশ প্রদান করেছেন এবং উৎসাহ ও প্রদান করেছেন, কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি এসে বলে: আমি না বসে দাঁড়িয়ে থেকেই সিয়াম পালন করব, [অথবা] সূর্যের তাপে সিয়াম রাখব কিন্তু ছায়া গ্রহণ করব না। অথবা যদি বলে: আমি বিরতিহীনভাবে সিয়াম পালন করব আর ইফতার করব না।

অথবা যদি যিকিরের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রকৃতি ও পদ্ধতিকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নেয়, যার ফলে [ সে বলে] আমরা সকলে মিলে একত্রে উচ্চস্বরে আল্লাহর যিকির করব। অনুরূপভাবে যদি সে শরীআতের দলীল ব্যতিরেকে কোন বিশেষ ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে নেয়, যেমন: মধ্য শাবানের দিনে সিয়াম ও রাতে কিয়ামকে (নফল সালাত) আবশ্যক করে নেয়।

অথবা পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে কারো কাছে গরম পানি মওজুদ থাকার পরেও সে প্রচণ্ড শীতের দিনে অত্যন্ত ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনে লিপ্ত হয়ে গরম পানি ব্যবহার করা পরিত্যাগ করে কঠিন পন্থাটি বেছে নেয়; কেননা এতে তার নিজের ওপরে কষ্টারোপিত হয়, যার অধিকার তাকে দেওয়া হয়নি এবং কষ্টের মূহুর্তে সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে মর্যাদা বৃদ্ধির হাদীস হতে এটা প্রমাণিত হয়নি। আর উক্ত বিষয়টি তার জন্য প্রযোজ্য যার কাছে পানি গরমের

কোন ব্যবস্থা নেই, সুতরাং সে নিজের সাথে সংগ্রাম করে ঠাণ্ডা পানি দিয়েই ওযূ করে নেবে।

আর এসকল ইবাদত: সিয়াম, যিকর, সালাত এবং পবিত্রতা অর্জন, প্রতিটিই শরীআতে বৈধ। [বরং] শরীআত প্রণেতা এ ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তার যথাযথ ছওয়াবের কথাও বলেছেন, কিন্তু সেগুলো এই ধরনের পদ্ধতি বা ভঙ্গিতে নয়, যা পরে প্রবিষ্ট হয়েছে। যাতে শরীআত প্রণেতার পক্ষ হতে কোন দলীলও নেই। এছাড়াও দীনের মধ্যে কোন বিদআত করার অর্থই হচ্ছে শরীআতকে অসম্পন্ন ভেবে কোন কিছু প্রবেশ করানো। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" সূরা আল-মায়িদাহ; আয়াত: ৩।

হাদীসে এসেছে,

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد رأى قوما اجتمعوا على الذكر فقال لهم: لقد جئتم ببدعة ظلما، أو لقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما، أو إنكم لتمسكون بذنب ضلالة.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদ্বিইল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা একদল মানুষকে যিকিরের জন্য একত্রিত হতে দেখে বললেন: তোমরা যুলুম করে বিদআত নিয়ে এসেছ অথবা তোমরা ইলমের দিক হতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের থেকে অগ্রগামী হয়ে গেছ, অথবা তোমরা গোমরাহীর লেজ আঁকড়ে ধরে রয়েছ।

এ জাতীয় বিদআতের মধ্যে রয়েছে: মীলাদুন্নবী উদযাপন করা। কেননা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি ভালোবাসা করা প্রতিটি মুসলিমের ওপর ওয়াজিব। কোন মুসলিমের ঈমান পূর্ণতা লাভ করতে পারে না যতক্ষণ না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ব্যক্তির নিজের, সন্তানের, পিতাসহ সকল মানুষ হতে অধিক প্রিয় না হবে। যেমনটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে তাঁর আনুগত্য ও তাঁর দেখানো পথে চলা। তাঁর আদেশ পালন করা, নিষেধ হতে দূরে থাকা।

আর তিনিই বিদআত হতে নিষেধ ও সতর্ক করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ

"[দীনের মধ্যে] প্রতিটি নবসৃষ্ট বিষয়ই বিদআত"[১৫]

তিনি আরো বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[১৬]

এই মীলাদুন্নবী উদযাপন করা সংক্রান্ত কোন আমল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার খলীফা ও সাহাবীগণ এবং আহলুস সুন্নাহর কোন অনুসৃত আলিম হতে প্রমাণিত নয়। বরং এই মীলাদুন্নবীর বিদআতকে প্রচলন করেছিল দাস শ্রেণির ফাতিমী রাফিযীরা, যাদের নিসবাত সুলায়মার এক ইয়াহুদীর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যে কিনা নিজেকে ফাতিমী বলে দাবি করত।

## النهي عن مجالسة أهل البدع

## বিদআতীদের সাথে উঠা-বসায় নিষেধাজ্ঞা

তাবিঈদের মধ্য হতে একদল আলিম বিদআতীদের সাথে উঠা-বসা হতে নিষেধ করেছেন এ ভয়ে যে, বিদআতের সাথে জড়িত ব্যক্তি তার সাথে উঠা-বসা করে এমন লোকের মধ্যে [বিদআতের] প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

যেহেতু আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মাতকে উত্তম সঙ্গী নির্বাচনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন সেই সাথে খারাপ সঙ্গ হতে সতর্ক

---

[১৫] সহীহ: নাসাঈ; হা/১৫৭৮, আবূ দাউদ; হা/৪৬০৭।
[১৬] সহীহ মুসলিম; হা/১৭১৮। আরো কাছাকাছি অর্থে বর্ণিত হয়েছে: সহীহ বুখারী; হা/২৬৯৭।

করেছেন, তাদের দু'জনের তুলনা করেছেন মিসক (আত্বর বিশেষ) বহনকারী এবং কামারের হাপরের সাথে।

সুতরাং উত্তম সঙ্গী হচ্ছে মিসকওয়ালার মত; কেননা হয়ত তুমি তার কাছ থেকে মিসক ক্রয় করবে, অথবা সে তোমাকে হাদিয়া দেবে অথবা [কমপক্ষে] তার সুঘ্রাণ লাভ করবে। অপরপক্ষে মন্দ সঙ্গী হচ্ছে কামারের হাপরে ফূঁকদানকারীর ন্যায়, হয়ত সে তোমার পোষাককে জ্বালিয়ে দেবে নয়ত তুমি তা থেকে অপছন্দনীয় দূর্গন্ধ পাবে।[১৭]

ঠিক অনুরূপভাবে বিদআতী ব্যক্তিও; কেননা হয়ত সে তোমার অন্তরে তার বিদআতকে সুন্দরভাবে তুলে ধরবে, নয়ত সে তোমার অন্তরকে রোগাগ্রস্ত করবে ও যন্ত্রণার সম্মুখীন করবে। কারণ তুমি [তখন] তার বিদআতী কাজসমূহ প্রত্যক্ষ করবে এবং শরীআতের খেলাফ কথাবার্তা তার কাছ হতে শুনবে।

এ জন্য হাসান আল-বাসরী বলেছেন:

لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك

"প্রবৃত্তির অনুসারী ব্যক্তির কাছে তোমরা উঠা-বসা করবে না, তাহলে হয়ত সে যা অনুসরণ করে তা তোমার অন্তরেও নিক্ষেপ করবে আর তাতে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা সে তোমার বিরোধিতা করবে আর তাতে তোমার অন্তর রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" তার থেকে আরো বর্ণিত আছে যে:

لا تجالس صاحب بدعة فيُمرض قلبك

"বিদআতী ব্যক্তির সাথে তোমরা উঠা-বসা করবে না, তাহলে তোমার অন্তর রোগাগ্রস্ত হয়ে পড়বে।" আবূ কিলাবাহ হতে বর্ণিত:

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم، ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون

"তোমরা প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উপবেশন করবে না। তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে না; কেননা আমি এ ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করি না যে,

[১৭] সহীহ বুখারী; হা/২১০১, ৫৫৩৪।

তারা তোমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবিয়ে দেবে না এবং তোমাদেরকে তোমরা যা জানতে সে ব্যাপারে তারা সন্দিহান করে তুলবে না।"

আবূ কিলাবাহ সম্পর্কে আইয়ূব বলেন: "তিনি আল্লাহর কসম! অত্যন্ত জ্ঞানী ফকীহ ছিলেন" এরপরে তার থেকে বর্ণনা করেন যে,

إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار

"পথভ্রষ্ট লোকেরাই হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসারী, আমি তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল শুধু জাহান্নামই বিশ্বাস করি।" তার থেকে আরো বর্ণিত আছে যে,

ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف

"যে কোন সম্প্রদায় বিদআতে লিপ্ত হলে [একসময়] তারা [শাসকের বিরুদ্ধে] তলোয়ারকে হালাল করে নেয়।"[১৮] আইয়ূব আস-সুখতিয়ানী হতে বর্ণিত:

ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا إلا ازداد بُعدًا من الله

"বিদআতী ব্যক্তি যত বেশী ইজতিহাদ তথা দীনের ব্যাপারে প্রচেষ্টা করবে ততই আল্লাহর কাছ হতে দূরে সরে যাবে।" এবং তিনি আরো বলেন:

إن الخوارج اختلفوا في الاسم، واجتمعوا على السيف

"নিশ্চয় খারিজীগণ বিভিন্ন নামে বিভক্ত কিন্তু [শাসকের বিরুদ্ধে] তারা তলোয়ারের ব্যাপারে [বৈশিষ্টগতভাবে] একমত।"[১৯] ইয়াহইয়া ইবনু কাছীর বলেন:

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر

"যখন তুমি কোন পথে বিদআতী ব্যক্তিকে দেখতে পাবে, তবে তুমি অন্য পথ গ্রহণ করবে।"

ইতোপূর্বে আলিমদের বর্ণনা হতে যা উল্লেখ করা হয়েছে তার মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, বিদআতীদের সাথে উঠা-বসা করার বিধান তাদেরকে উত্তম কাজের প্রতি দাওয়াত দেওয়া, তাদের কাছে সত্য স্পষ্ট করা এবং তাদের সন্দেহ অপনোদন করার বিধান থেকে আলাদা; কেননা এটি

[১৮] আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী; ১/৮৩।
[১৯] আল-ইতিসাম লিশ-শাতিবী; ১/৮৩।

ভালো কাজে আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধের আওতাভূক্ত আর এটি আল্লাহর দিকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি, যার আদেশ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে করেছেন, তিনি বলেছেন:

﴿ وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ ﴾

"আর তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি জাতী থাকে, যারা উত্তম পথে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।"[২০]

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামর্থ অনুযায়ী সকলকে সাধারণভাবে নির্দেশ করে বলেন:

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه،

وذلك أضعف الإيمان

"তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে তবে সে যেন তার হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি হাত দিয়ে না পারে, তবে যেন তার ভাষা দিয়ে প্রতিহত করে, যদি সেটিরও সক্ষমতা না থাকে, তবে যেন অন্তরে ঘৃণা করে। আর এটিই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"[২১]

সুতরাং যখন আলিমদের কাছ থেকে বিদআতীদের সাথে উঠা-বসার নিষেধাজ্ঞা আসবে তখন এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান বহনকারী আলিমগণ এ সকল লোকদেরকে উত্তম পথে ডাকবে না, তাদের সাথে মুনাযারাহ করবে না, এ উদ্দেশ্যে তাদের মাজলিসসমূহে গমন করবে না, বরং এর দ্বারা আলিমদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের জন্য [বিভ্রান্তির] আশঙ্কা করা, যারা তাদের সন্দেহগুলোকে অপনোদন করতে সক্ষম নয়, যার ফলে উক্ত বিদআত তাদের অন্তরে প্রভাব ফেলে দেবে, যার উল্লেখ আবূ কিলাবাহর বর্ণনায় গত হয়েছে।

[২০] সূরা আলে-ইমরান; আয়াত: ১০৪।

[২১] মুসলিম; হা/৪৯।

# توبة المبتدع

## বিদআতী ব্যক্তির তাওবাহ

**বিদআতী ব্যক্তির তাওবাহ:**

তাবিঈনদের কতিপয় আলিম এটাকে সুদূর পরাহত ব্যাপার হিসেবে রায় দিয়েছেন, এবং বিদআতী ব্যক্তি তার [বিদআতী] অবস্থান হতে আরো কঠোরতম [বিদআতের] দিকে সরে যায়; যেহেতু কোন কাজের প্রতিদান সমজাতীয়ই হয়ে থাকে আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمۡۚ﴾

"সুতরাং যখনই তার ভ্রষ্টতার দিকে গেল আল্লাহও তাদের অন্তরকে ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করে দিলেন।" সূরা আস-সফ; আয়াত: ০৫।

ইয়াহইয়া ইবনু আবী উমার আশ-শাইবানী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها

"যেন এমনটিই বলা হয়ে থাকে যে, 'আল্লাহ তা'আলা বিদআতী ব্যক্তির তাওবাহ গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন, আর তাই বিদআতী ব্যক্তি তার [বিদআতী] অবস্থান হতে আরো কঠোরতম [বিদআতের] দিকে সরে যায়'।"

আর এ জন্য 'আওয়াম ইবনু হাওশাব তার পুত্রকে বলতেন:

يا عيسى، أصلح قلبك، وأقلل مالك

"হে ঈসা! তোমার অন্তরকে সংশোধন কর আর তোমার সম্পদকে কম কর।"

তিনি আরো বলতেন:

والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط - أي: المزهر والعود والأشربة والباطل، أحبُّ إلي من أن أراه يجالس أصحاب الخصومات

"আল্লাহর কসম! আমি ঈসাকে কোন বিদআতী বিতার্কিকের সাথে উঠাবসা করা হতে এটা অধিক পছন্দ করি যে, সে বীণা (এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র) বাদক, মাদকদ্রব্য সেবনকারী বা অন্যায়কারীর কোন মজলিসে বসবে।"

এর ব্যাখ্যায় ইবনু ওয়াদ্দাহ বলেন: [বিতার্কিকের সাথে] এর অর্থ হচ্ছে: বিদআতীদের মজলিস।

তিনি কেন এমনটি বললেন? এর কারণ হচ্ছে: বিদআতী ব্যক্তি বিদআতকে দীন মনে করে থাকে, যার কারণে সে বিদআতকে দীন হিসেবেই আঁকড়ে ধরে রাখে, সুতরাং যদি সে সেখান থেকে বেরও হয় তবুও সে তার থেকে আরো নিকৃষ্টতর বিদআতের দিকে ঝুকে পড়ে। কিন্তু পাপে লিপ্ত ব্যক্তি যেমন গান-বাজনায় লিপ্ত ব্যক্তি এবং মদ্যপ ব্যক্তি প্রবৃত্তির কামনায় এমন করে থাকে আর তারা এটা ভালো করেই জানে যে এসব কাজ পাপ যে দিকে তাদের প্রবৃত্তি এবং তাদের 'নাফস আম্মারাহ বিস-সূউ'[২২] এর কারণে তারা এগুলোর প্রতি ধাবিত হয়, আর তাই তারা একাজ হতে কোন না কোন দিন এগুলোকে হারাম জানার কারণে পরিত্যাগ করবে। পাপী ব্যক্তি হতে তাই তাওবাহ ও পাপের কারণে লজ্জিত হওয়ার বেশি আশা করা যায় ঐ বিদআতী ব্যক্তি হতে যে বিদআতকে দীন মনে করে তা পালন করে থাকে।

স্পষ্ট যে, এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হল: এমন বিদআতী যার অন্তরে বিদআত প্রবিষ্ট হয়েছে এমনকি সে এতে একটি বড় পর্যায়ে চলে গেছে, সে উক্ত বিদআত ছাড়া কোন কিছুকে গ্রহণও করে না, এমনকি সে বিদআতের মধ্যে জ্ঞানগত দৃঢ়তা অর্জন করে ফেলে এবং তার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে; যার ফলে সে এটাকে আর পরিত্যাগ করতে পারে না। [কারণ] উক্ত বিদআত তার কাছে চূড়ান্ত ভালোবাসায় রূপ নেয়। আর যে ব্যক্তি কোন বস্তুকে এ পর্যায়ে ভালোবেসে ফেলে, সে এর কারণেই অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে আবার এর কারণেই অন্যের সাথে শত্রুতা করে। এতে তার পথে [সামনে] যাই আসুক না কেন সে তার পরোয়া করে না। যেমনটি [দেখা যায়] প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের বিদআতী ব্যক্তিদের অবস্থা।

প্রাচীনদের মধ্যে রয়েছে খারিজী সমপ্রদায়, যারা তাদের প্রবৃত্তি ও বিদআতের পথ হতে ফিরে আসেনি। [যেমন] কাবীরা গোনাহকারীকে কাফির বলা, সুতরাং কোন ব্যক্তি কাবীরা গোনাহে লিপ্ত হলে তারা কুরআন-সুন্নাহর নসের [মূল বক্তব্যের] বিপরীতে গিয়ে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে তার কুফরের বিধান দিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

[২২] 'নাফস আম্মারাহ বিস-সূউ' (النفس الأمارة بالسوء) অর্থ্যাৎ মানুষের অভ্যন্তরে যে নাফস খারাপ বা মন্দ কাজের দিকে মানুষকে প্ররোচিত করে। -অনুবাদক

"নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত শিরককে কখনোই ক্ষমা করবেন না আর এছাড়া তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।" সূরা আন-নিসা; ৪: ৪৮।

আবূ যার রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের উল্লেখ করে ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

أن من مات على التوحيد دخل الجنة وإن زنى وإن سرق

যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপরে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও সে যিনা করুক, যদিও সে চুরি করুক। এ কথা তিনি তিনবার বলেছিলেন।[২৩]

এ সকল আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত এই মত পোষণ করে যে, কাবীরা গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার অধীন। তিনি যদি চান তবে তাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন আর যদি তিনি চান তবে তাদেরকে তাদের গোনাহের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেবেন, আর শেষে তাদের অবস্থান হবে জান্নাত।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিপরীত মত পোষণ করেছে বিদআতী ব্যক্তি ও তাদের অনুসারীরা যাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বিশর।

অনুরূপভাবে আমাদের দেশে জন্ম নেওয়া ও বেড়ে ওঠা কতিপয় সমকালীন বিদআতীরাও, যারা তাদের পড়ালেখা উত্তমভাবে সমাপ্ত করেছে, কিন্তু এর পরেও তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তাদের পিতা-পিতামহ হতে কুরআন, সুন্নাতুর রসূল এবং খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাতের বিপরীতে বিদআত ও কুসংস্কারের যে পথ পেয়েছে তারই অনুসরণ করতে থাকে।

তাদের প্রসিদ্ধ বিদআতী কর্মকাণ্ডের মধ্যে রয়েছে মীলাদের বিদআত। যার মাধ্যমে তারা ভালোকাজের প্রতি আবেগী মানুষের অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট করে নেয়, অথচ দাঈর জন্য এটা ওয়াজিব যে, সে এই আবেগকে সুন্নাহর ওপরে আমল করা ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর অনুগামী করে দেওয়া, তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করা এবং অনুরূপভাবে খুলাফায়ে রাশিদীনের আনুগত্য করা; কেননা তাদের আমল সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসার দাবি করে এবং এই ভালোবাসা বাস্তবায়নের জন্য মীলাদ প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে মানুষকে [কুরআন ও সুন্নাহ হতে] পথচ্যুত করেছে।

---

[২৩] সহীহ বুখারী; হা/১২৩৭, ৩২২২, ৫৮২৭, ৬২৬৮, ৬৪৪৩, ৬৪৪৪ এবং ৭৪৮৭। গ্রন্থকার এখানে হাদীসটির ভাবার্থ উল্লেখ করেছেন। - অনুবাদক

এটা জ্ঞাতব্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা সকল মুসলিমের ওপরে ফরয। কোন ব্যক্তির ঈমান পরিপূর্ণতা লাভ করবে না যতক্ষণ না আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তির নিজের থেকে, সন্তান থেকে, পিতা থেকে এবং সকল মানুষ থেকে তার কাছে বেশী প্রিয় না হবে। যেমনটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে।[২৪]

কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা [প্রকৃতপক্ষে] কী?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা হচ্ছে তার আদেশকৃত বিষয়ের আনুগত্য এবং তিনি যা হতে নিষেধ করেছেন ও যে ব্যাপারে ধমক দিয়েছেন তা হতে দূরে থাকার সামগ্রিক বাস্তবায়নের নাম।

তাহলে এই সব লোকেরা যে মীলাদ প্রতিষ্ঠা করছে, তা কী আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য নাকি তার নিষেধাজ্ঞা ও ধমকের বিপরীত?

নিশ্চয় মীলাদ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা এবং তার স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞার বিপরীত কর্ম। ইমাম বুখারী ও মুসলিম রহিমাহুমাল্লাহর বর্ণনায় এসেছ যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[২৫] সহীহ হাদীসে এসেছে যে, তিনি বলেছেন:

كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ

"[দীনের মধ্যে] প্রতিটি নবসৃষ্ট বিষয়ই বিদআত"[২৬]

আর এই মীলাদ [অবশ্যই] নবসৃষ্ট বিষয়; এটি না রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, না তার চারজন খুলাফায়ে রাশিদীনের কেউ করেছেন, না তার অন্য কোন সাহাবী করেছেন অথচ তারা আমাদের থেকে রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।

---

[২৪] সহীহ বুখারী; হা/১৪।

[২৫] সহীহ মুসলিম; হা/১৭১৮। আরো কাছাকাছি অর্থে বর্ণিত হয়েছে: সহীহ বুখারী; হা/২৬৯৭।

[২৬] সহীহ: নাসাঈ; হা/১৫৭৮, আবূ দাউদ; হা/৪৬০৭।

আমাদের থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তারা অধিক সম্মান এবং মর্যাদাও দিতেন। এই জাতীয় তথা রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মীলাদ ও অন্যান্য মানুষের মীলাদ প্রচলন করেছে রাফিযীদের মধ্য হতে ফাতিমীগণ।

ইমাম তাজুদ্দিন আল-ফাকিহানী তার "আল-মাউরিদ ফী 'আমালিল মাউলিদ" গ্রন্থে বলেন: "অতঃপর, একদল সম্মানিত ভাইদের কাছ থেকে রবীউল আউয়াল মাসে কিছু লোক যা করে থাকে এবং যাকে তারা মাউলিদ (মীলাদ) হিসেবে নামকরণ করে থাকে, এ ব্যপারে বারবার একটি প্রশ্ন এসেছে যে, দীনের মধ্যে এর কী কোন ভিত্তি আছে? এবং উক্ত ভাইয়েরা আশা করেছেন যে, তাদের এই প্রশ্নের জাওয়াবটি যেন স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা সমেত হয়।

সুতরাং আল্লাহর তাউফীকের ওপর নির্ভর করে আমি বলছি: আমি এই মাউলিদ বা মীলাদের কোন ভিত্তি আল্লাহর কিতাবে আছে বলে জানি না, আর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মধ্যেও আছে বলে জানি না । এটা যারা পূর্ববর্তীদের আছারকে আঁকড়ে ধরে এমন দীনের মধ্যে যারা উম্মাতের অনুসৃত আলিম তাদের কারো কাছ থেকেও এমন কিছু বর্ণিত হয় না। বরং এটি হচ্ছে এমন একটি বিদআত যার প্রচলন করেছে অকর্মণ্য লোকেরা এবং [এটি হচ্ছে] অন্তরের লালসা, যার মাধ্যমে অতিমাত্রায় ভোজনকারী ব্যক্তিরা লাভবান হয়েছে।"

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন:

"অনুরূপভাবে কিছু যার (মীলাদের) প্রচলন করেছে হয়ত তা নাসারাদের ঈসা 'আলাইহিস সালামের মীলাদের সাথে সামঞ্জস্যতার কারণে, নয়ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান ও মুহাব্বাতের কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মীলাদকে ঈদ হিসেবে গ্রহণ করেছে, যদিও মানুষের মধ্যে তার জন্ম তারিখ নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আর এটা কোন সালাফ করেননি। যদি এতে ভালো কিছু থেকেই থাকত বা সম্ভাব্য কোন কিছু থাকত, তবে তারা আমাদের থেকে অবশ্যই বেশী আগ্রহী হতেন। বরং তার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান হচ্ছে তার আনুগত্য ও অনুসরণ, তার আদেশ পালন, প্রকাশ্যে ও গোপনে তার সুন্নাতকে পুণরুজ্জিবীত করণ, যা তিনি নেয়ে এসেছেন সেগুলোর প্রচার, অন্তর, হাত ও ভাষার মাধ্যমে সেগুলোর ওপরে টিকে থাকার সংগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে প্রথম যুগের অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও ইহসানের সাথে তাদের অনুসরণকারীদের পথ।"

আর যে ব্যক্তির অন্তর বিদআতের সুধা পান করেনি, সে যদি এটাকে ভালো মনে করে আর ধারণা করে যে, এটা তাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে কিন্তু এর পরে তার কাছে এরপ বিপরীত দলীল স্পষ্ট হয়, এবং সে এটা বুঝতে পারে, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে ফিরে আসে এবং তাওবাহ করে। আলিমগণ এব্যপারে খারেজীদের মধ্য হতে ইবনু আব্বাস রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুমার সাথে মুনাযারাহ করার পরে যারা ফিরে এসেছিল, তাদের দ্বারা উদাহরণ পেশ করে থাকেন। তারা আরো উদাহরণ পেশ করে থাকেন [আব্বাসী খলীফা] আল-মুহতাদী এবং আল-ওয়াছিক তাদের কুরআনকে মাখলূক বলার বিদআত হতে ফিরে আসার ঘটনার মাধ্যমে।

## حكم المبتدع

## বিদআতী ব্যক্তির বিধান

**বিদআতী ব্যক্তিঃ**

যে ব্যক্তি বিদআতের প্রচলন করে, বিদআতের দিকে আহবান করে অথবা উক্ত কাজের ওপরেই যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করে থাকে।

বিদআত কখনো মুকাফফিরাহ (যা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয়) আবার কখনো গাইরু মুকাফফিরাহও (যা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয় না) হতে পারে।

আর যার ইসলাম ইতোমধ্যে সাব্যস্ত হয়েছে [অবস্থাভেদে] তার বিধান ফাসিক, বিদআতী অথবা কাফির বলা হবে। তবে কাফির বলার ব্যাপারটিতে শরীআত প্রণেতার পক্ষ থেকে সতর্কবার্তা এসেছে, আর একারণে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে সাব্যস্ত হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ

من قال لأخيه: ياكافر، إن لم يكن كذلك، وإلا رجعت عليه

"যে ব্যক্তি তার ভাইকে বলবেঃ হে কাফির! যদি ঐ ব্যক্তি অনুরূপ না হয়ে থাকে, তবে তা উক্ত ব্যক্তির ওপরেই প্রত্যাবর্তন করবে।"[২৭]

[২৭] সহীহ মুসলিম; হা/১১১।

আর এ জন্যই শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: "কোন মুসলিমের জন্য কাউকে কাফির বলা উচিৎ নয়, যদিও সে ভুল-ত্রুটি করে, যতক্ষণ না তার ওপরে দলীল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তার কাছে হক বর্ণনা করা হয়। আর যার ইসলাম ইয়াকিনের মাধ্যমে প্রমাণিত, সেটা কোন সন্দেহের কারণে তার থেকে দূরীভূত হবে না। বরং দলীল প্রতিষ্ঠা ও সন্দেহ দূরীভূত হওয়ার আগ পর্যন্ত তা (ইসলাম) নষ্ট হবে না।"[২৮]

আর যে ব্যক্তি হিদায়াত ও হকের দীন হতে বের হয়ে যাবে, তাকে তুমি দেখবে শরীআত বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে। সুতরাং তার বিধান আলাদা, বিরোধিতার অবস্থা অনুসারে তা বিবেচ্য হবে। হতে পারে তা সেই কাজটি স্পষ্ট কুফর অথবা মুনাফিকী।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ এ জাতীয় লোকদের ব্যপারে বলেন:

নিশ্চয় যে সকল ব্যক্তি হিদায়াত ও হকের দীন হতে বের হয়ে গেছে। যেমন: কতিপয় দরবেশ, পণ্ডিত, আবেদ, সন্যাসী, তর্কশাস্ত্রবিদ ও [তাদের অনুগামী কতিপয়] চিকিৎসকগণ এবং অনুরূপ অন্যান্যরা।

সুতরাং এদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি ঐ হক বা সত্য হতে বের হয়ে গেছে যা সহকারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হয়েছেন, সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূলের ভাষায় যা সংবাদ দিয়েছেন, তার প্রতিটি বিষয়কে তারা স্বীকার করে না। এবং আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যা হারাম করেছেন তাকে তারা হারাম জ্ঞান করে না, যেমন: যে ব্যক্তি মনে করে যে, তার শাইখ (পীর) তাকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দেয়, তাকে বিপদে সাহায্য করে, তাকে পথ দেখায়, গায়েবী বিষয়ে সাহায্য করে, অথবা যে তার শাইখের ইবাদত করে, অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপরে তাকে সাধারনভাবে প্রাধান্য দেয়, অথবা বিশেষভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের কোন একটি ব্যাপারে, অথবা মনে করে যে, সে এবং তার শাইখ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য হতে প্রয়োজনের উর্ধে ইত্যাদি। তিনি বলেন: যদি কেউ এগুলো প্রকাশ করে তবে সে কাফির আর যদি প্রকাশ না করে গোপন রাখে তবে সে মুনাফিক।"

এরপর তিনি উল্লেখ করেন যে, তার যুগে এ সমস্ত লোক প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল আর এর কারণ ছিল ইলম এবং ঈমানের প্রতি [প্রকৃত] দাঈগণের সংখ্যা কম হওয়া।

---

[২৮] মাজমূ'উল ফাতাওয়া; ১২/৪৬৬।

এরপর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণির বিদআতীদের আলোচনার দিকে গিয়েছেন, যাদের উপরে বিধান দেওয়ার ক্ষেত্রে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন। কেননা কুফর কখনো কখনো আমলগত আবার কখনো আকীদাগত হয়ে থাকে। শরীআতে এদের প্রত্যেকের ব্যাপারে আলাদা আলাদা বিধান রয়েছে।

তিনি বলেন: "এটার মূল হচ্ছে: যে কথা কিতাব, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা কুফর হিসেবে সাব্যস্ত, তাকে সাধারণভাবে কুফর বলা হবে, যেমন এ ব্যাপারে অসংখ্য শারঈ দলীল ইঙ্গিত করে। যেহেতু ঈমান হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে গ্রহণ করা আহকামের নাম, সেখানে মানুষের প্রবৃত্তি ও ধারণাপ্রসূত বিধান প্রদানের কোন স্থান নেই।"

এরপর তিনি আরো বলেন: "প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে এ বিধান দেওয়া আবশ্যক নয় যে, সে কাফির। যতক্ষণ না তার মধ্যে তাকফীরের শর্তসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাকফীরের যাবতীয় অন্তরায়সমূহ দূরীভুত হয়।" এরপরে তিনি উদাহরণ পেশ করে বলেন: "যেমন ঐ ব্যক্তি, যে মদ ও সূদকে হালাল বলে ইসলামে প্রবেশের সময় কাছাকাছি হওয়ার কারণে অথবা দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে বেড়ে ওঠার [অজ্ঞতার] কারণে।[২৯]

ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বিদআতী ব্যক্তির হুকুমের ব্যাপারটি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং বর্ণনা করেছেন যে, [বিদআতে লিপ্ত ব্যক্তির] কাছে অবশ্যই দলীল প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সকল সন্দেহ দূর করতে হবে। এরপর তিনি উদাহরণস্বরূপ 'কুরআন মাখলূক এ কথা বলার বিদআতের ব্যাপারটি উল্লেখ করেছেন। এবং তিনি আরো উল্লেখ করেছেন যা ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল রহিমাহুল্লাহ ও [আব্বাসীয় খলীফা] আল-মামুন ও মুতাসিম এর মধ্যে ঘটেছিল, তিনি ইমাম আহমাদ তাদের ওজর হিসেবে খলীফাদ্বয়ের কাছে যে সন্দেহ/অস্পষ্টতা ছিল তা বিবেচনা করে তাদের জন্য দুআ করেছিলেন। যদি তিনি তাদেরকে কাফির মনে করতেন তবে তাদের জন্য দুআ করতেন না।[৩০]

শাইখ হাফিজ আল-হাকামী তার 'মাআরিজুল কবূল' কিতাবে বলেন: "দীন হতে মুক্ত হওয়ার দৃষ্টিকোণ হতে বিদআতগুলো দুই প্রকার: এক) যার ধারককে সে কাফির বানিয়ে দেয় এবং দুই) যা কাফির বানিয়ে দেয় না।

**১) আল-বিদআতুল মুকাফফিরাহ:** যে ব্যক্তি এমন কোন বিষয় অস্বীকার করে যার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে, শরীআতে মুতাওয়াতির পর্যায়ের প্রমাণ রয়েছে,

---

[২৯] মাজমূ'উল ফাতাওয়া; ০৩/৩৫৪।
[৩০] মাজমূ'উল ফাতাওয়া; ১০/৩২৯।

দীনের জরুরী বিষয় হিসেবে জ্ঞাত, যেমন: কোন ফরয বিষয়কে অস্বীকার করা, ফরয নয় এমন বিষয়কে ফরয বলে সাব্যস্ত করা, কোন হারাম বস্তুকে হালাল করা, কোন হালাল বস্তুকে হারাম করা অথবা এমন আকীদা (বিশ্বাস) রাখা যা হতে আল্লাহ, তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর কিতাব পবিত্র।

**২) আল-বিদআতু গাইরুল মুকাফফিরাহ:** এটা এমন বিদআত, যা কিতাবের কোন অংশকে অথবা রসূলকে যা দ্বারা প্রেরণ করা হয়েছে এমন কোন বিষয়কে মিথ্যা সাব্যস্ত করাকে আবশ্যক করে না।

এরপরে তিনি উদাহরণ পেশ করে বলেন:

"যেমন মারওয়ানীদের বিদআত অর্থ্যাৎ: বানী মারওয়ানের রাষ্ট্রীয় শাসকবৃন্দের বিদআতসমূহ, যার ব্যাপারে সম্মানিত সাহাবীগণ বিরোধিতা করেছিলেন আর এ সব ব্যাপারে তাদেরকে স্বীকৃতি দেননি। তবে এর কারণে তারা তাদেরকে কাফির বলেও আখ্যায়িত করেননি। তাদের বায়আত হতে হাত গুটিয়ে নেননি। উদাহরণস্বরূপ: সালাতকে তার নির্দিষ্ট ওয়াক্ত হতে পিছিয়ে দেওয়া এবং ঈদের সালাতের পূর্বে খুতবাহ প্রদান করা ইত্যাদি।"

## حكم المخطئ

## ভুলকারী ব্যক্তির বিধান

ইতোমধ্যেই বিদআতী ব্যক্তির পরিচয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বিদআতকে প্রচলন করে, বিদআতের দিকে আহবান করে অথবা উক্ত কাজের উপরেই যে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা পোষণ করে থাকে, তিনি বিদআতী।

**বিদআত দুইভাগে বিভক্ত:**

বিদআত মুকাফফিরাহ (যা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয়)। আর গাইরু মুকাফফিরাহ (যা মানুষকে কাফির বানিয়ে দেয় না)। যে ব্যক্তি উক্ত বিদআতে লিপ্ত হবে, তার ব্যাপারে আমরা আলিমদের মতামতও ব্যক্ত করেছি।

আর যে ব্যক্তি কিছু কিছু মাসআলাতে ভুল করে থাকে, কিন্তু মানহাজ আচার-আচরণে সে সঠিক এবং তার শারঈ জ্ঞানও প্রশংসাযোগ্য, তাহলে তার ভুলের কারণে তার মর্যাদা বিলুপ্ত হবে না আর না তার মর্যাদার কোনো কমতি হবে।

যদি সে জীবিত হয়ে থাকে তাহলে আবশ্যক হচ্ছে তাকে উত্তম পন্থায় তার ভুলের জন্য সতর্ক করা এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় এবং এমন ব্যক্তির মাধ্যমে যে আলেমদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ।

আর এটি হচ্ছে সৎকাজে এবং তাকওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতার ভিত্তিতে; যেহেতু দীন হচ্ছে নাছীহা বা কল্যাণ কামনা। সুতরাং তালিবুল ইলমের জন্য তার অবস্থান অনুসারে আদব এবং সম্মানের সাথে নাছীহা পেশ করতে হবে। কোন রকম কঠোরতার অবস্থান ছাড়াই তার সামনে দলিল পেশ করে সত্য উপস্থাপন করতে হবে। বরং হিকমাত এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। যাতে করে নাছীহা তার প্রকৃত উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হয়, সুতরাং তখন একটি কালিমাই অবশিষ্ট থাকবে, ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর জন্য বিদ্যমান থাকবে। আর মুমিনরা তো পরস্পরের ভাই।

আর ভুলকারী যদি আল্লাহর দিকে নিয়ে যায়, তবে তার জন্য দুআ করতে হবে; কেননা নিষ্পাপ তো শুধুমাত্র নবীগণ। আর মানষের কাছে তার ত্রুটির বিষয়টি স্পষ্ট করতে হবে, যাতে করে তারা তাকে উক্ত বিষয়ে অনুসরণ না করে। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ হিদায়াতের পথে থাকা ইমামদের থেকে প্রকাশিত ভুলের ব্যাপারে বলেন: "উম্মাতের মধ্যে যার সাধারণ সুনাম-সুখ্যাতি রয়েছে; যাতে তার প্রশংসা করা হয়, উম্মাতের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যে প্রশংসিত, এমন [প্রতিটি] মানুষেরাই হিদায়াতের পথে থাকা ইমাম [বলে গণ্য], আঁধার রাতের নক্ষত্র, [এদের] ভালো ও সঠিক কাজের তুলনায় ভুলের পরিমাণ নগণ্য, এদের ভুলগুলো সবই প্রায় ইজতিহাদের ক্ষেত্রে হয়েছে যা তাদের ওজর হিসেবে বিবেচ্য। তারা ইলম (জ্ঞান) ও ইনসাফের পথে চলেন, অজ্ঞতা, ধারণার অনুসরণ ও প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী চলা হতে দূরে অবস্থান করেন।"[৩১]

**দ্বিতীয় অংশ:** বিদআত তিন প্রকার:

১) আমলগত (عملية)

২) আকীদাগত (اعتقادية) এবং

৩) বক্তব্যগত (قولية)।

**আমল সংক্রান্ত বিদআত:**

---

[৩১] মাজমূ'উল ফাতাওয়া; ১১/৪৩।

এটা বাহ্যিক আমল বা কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত, যেমন: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এর বিপরীত কোন ধরনের দরুদ পড়া। অথবা পূর্বে বর্ণিত 'আমল সমূহ হতে অনুরূপ অন্যান্য 'আমল বা কর্মকাণ্ড। এগুলোর প্রতিটি বিষয়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার আওতাভুক্ত:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা নেই, তবে তা প্রত্যাখ্যাত।"[৩২]

**আকীদা সংক্রান্ত বিদআত:**

কোন বিষয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনিত বিষয়ের খেলাফ কোন কিছু বিশ্বাস করা, যেমন: মুসলিম-পাপীদেরকে কাফির বলার ক্ষেত্রে খারেজীদের বিদআত। বরং তারা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণে অনেক সাহাবীকেও কাফির বলে বিশ্বাস করেছে। এছাড়াও মুজাসসিমাহ (দেহবাদী) ও মুশাব্বিহাহ (সাদৃশ্যবাদী) সম্প্রদায়ের বিদআত, যারা আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য প্রদান করে। এসব হতে আল্লাহ তা'আলা অনেক অনেক উর্ধ্বে।

**বক্তব্য বা কথা সংক্রান্ত বিদআত:**

কথা (বচন) যখন আল্লাহ তা'আলার কিতাবে যা এসেছে এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রতিষ্ঠিত বিষয় থেকে বিকৃত হয়, যেমন: প্রসিদ্ধ বিদআতী ফিরকাহগুলোর বক্তব্যসমূহ। এর মধ্যে কিছু রয়েছে স্পষ্ট কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত, আবার কিছু এমন রয়েছে যার ভ্রান্তি এবং অসারতা স্পষ্ট, যেমন: রাফিযী, খারেজী, জাহামী, মুতাযিলা ও আশআরী সহ সকল অপব্যাখ্যায় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের বক্তব্য। যাকে তারা মুক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত দলের মানহাজ (منهج الطائفة الناجية المنصورة) হতে বিচ্যুত হয়ে নিজেদের জন্য তৈরী করে নিয়েছে। [আর মুক্তি ও সাহায্যপ্রাপ্ত দল (الطائفة الناجية المنصورة) কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত হকের উপরে কায়েম থাকবে, যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বর্ণনা দিয়েছেন, যেমন আবূ দাউদ, তিরমিযী এবং ইবনু মাজাহ গ্রন্থে আবূ হুরাইরাহ রদ্বিইল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

[৩২] মুসলিম; হা/১৭১৮। আরো কাছাকাছি অর্থে বর্ণিত হয়েছে: বুখারী; হা/২৬৯৭।

إن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلاواحدة، فلما سئل عنها قال: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي

"নিশ্চয় ইহুদীরা একাত্তরটি ফিরকাতে বিভক্ত হয়েছিল, নাসারাগণ বাহাত্তরটি ফিরকাতে বিভক্ত হয়েছিল আর এই উম্মাত অচিরেই তিহাত্তর ফিরকাতে বিভক্ত হবে, তাদের প্রত্যেকটি ফিরকাই আগুনে [জাহান্নামে] নিক্ষিপ্ত হবে শুধুমাত্র একটি ফিরকা ছাড়া। তখন তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাব দিলেন: তারা এমন বিষয়ের উপরে থাকবে যার উপরে আমি আর আমার সাহাবীরা রয়েছি।"[৩৩]

মুগীরাহ ইবনু শুবা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে ইমাম বুখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون

"আমার উম্মাতের একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ এসে পড়ে এমতাবস্থায় যে, তারা প্রতিষ্ঠিতই থাকবে।"[৩৪]

মুআবিয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে যে,

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله

"যার দ্বারা আল্লাহ মঙ্গল চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি শুধুমাত্র বণ্টনকারী। আর এই উম্মাতের কাজ আল্লাহর আদেশ এসে যাওয়া বা কিয়ামত এসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থায়ই থাকবে।"[৩৫]

---

[৩৩] তিরমিযী; হা/২৬৪১।

[৩৪] সহীহ বুখারী; হা/৭৩১১।

[৩৫] সহীহ বুখারী; হা/৭৩১২।

অনুরূপভাবে যা হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে এসেছে যে, হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মাতের বিভিন্ন ফিরকাতে বিভক্তির সময়ে করনীয় সম্পর্কে বলেছেন:

تلزم جماعة المسلمين وإمامهم

"তুমি মুসলিমদের একক জামাআত ও তাদের ইমামকে আবশ্যক করে নেবে [আঁকড়ে ধরবে]।"[৩৬]

অচিরেই এই হাদীসটি বিস্তারিতভাবে আমরা উল্লেখ করব।

একারণে আমাদের আলোচনাও হবে উম্মাতের বিভিন্ন ফিরকাতে বিভক্তির ব্যাপারে, যেদিকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন। আর যারা প্রবৃত্তির কারণে বিভক্ত হয়ে গেছে এভাবে যে, প্রত্যেক ফিরকা দীনের মধ্যে নিজেরা এমন সব বিদআতের প্রচলন করেছে, যার ব্যাপারে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেননি, যার মধ্যে রয়েছে: ফাসিদ [ভ্রান্ত] আকীদা এবং বাতিল বক্তব্য ইত্যাদি। এবং এরা নিজেদের জন্য তাদের জ্ঞান অনুযায়ী নিজস্ব মানহাজ বা পথও তৈরী করে নিয়েছে, যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ যারা তাঁরই পথে চলমান ছিলেন, তাদের মানহাজের বিপরীত। তারপরে উক্ত মানহাজের মধ্য দিয়েই তারা মানুষকে ফাসিদ আকীদার দিকে আহ্বান করেছে এবং এটাকেই তারা বন্ধুত্ব ও শত্রুতার মূল বন্ধন হিসেবে গ্রহণ করেছে। সুতরাং তাদের উক্ত মানহাজের মধ্য দিয়ে যে তাদের উক্ত আকীদা গ্রহণ করে থাকে, তারা তাকে গ্রহণ করে, তার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং তাকে সম্মান ও করে। আর যে ব্যক্তি তাদের উক্ত মানহাজের বিরোধিতা করে, তাকে তারা বিদআতী ও ফাসিক বলে তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। আর যদি তাদের হাতে ক্ষমতা থেকে থাকে অথবা শাসকগণ যদি তাদের অনুগত হয়ে থাকে, তবে তারা তার উপরে চড়াও হয়, এরপরে তাকে বন্দী করে রাখে, প্রহার করে এমনকি হত্যা পর্যন্তও করতে পারে।

এছাড়াও আমরা বর্ণনা করব এই সকল ফিরকাগুলোর আধিক্যতা তাদের চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্নতার কারণ।

হে পাঠক! তোমার জন্য নিচে আমি এই সকল [বাতিল ও বিভ্রান্ত] ফিরকার মানহাজ সমূহের কিছু নমুনা পেশ করব। ঠিক যেমনটি শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ এবং ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুমাল্লাহ উল্লেখ করেছেন।

---

[৩৬] সহীহ বুখারী; হা/৩৬০৬ ও ৭০৮৪।

এরপরে আমি উক্ত মানহাজ সমূহের মধ্যে বিস্তারিত একটি তুলনা করে দেখাব এবং এ সমস্ত ফিরকার লোকেরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত -যারা মুক্তিপ্রাপ্ত দল- এবং পূর্বের হাদীসে উল্লেখিত তারা ঐ পথে চলমান যার উপরে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন, তাদের সাথে কেমন আচরণ করে থাকে। এছাড়াও আমরা আরো দেখাব বিভিন্ন দল ও উপদল সমূহের মানহাজের মধ্যকার তুলনা, তাদের নিজেদের সঙ্গে আচরণ এবং তাদের মানহাজ বিরোধীদের সঙ্গে তাদের আচরণ, যেন এই তুলনার মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায়: প্রকৃতপক্ষেই বর্তমান এসব দলের সাথে পূর্ববর্তী [বিদআতী] ফিরকাগুলোর কোন সামঞ্জস্যতা আছে নাকি ফিরকাগুলো শুধুমাত্র নামেই রয়ে গেছে। তবে এক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত নাম উল্লেখ করব না; কারণ উদ্দেশ্য হল ভুল হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করা। যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদ্ধতি ছিল যে, যখন তিনি কোন ব্যক্তিদের থেকে প্রকাশিত কোন ভুলের ব্যাপারে সতর্ক করতে চাইতেন, তখন তিনি বলতেন যে: কওমের লোকদের কী হয়েছে যে তারা এমন এমন বলছে? তবে তাদের নাম বলতেন না। এরপরে আমি উল্লেখ করব নাজাতপ্রাপ্ত দলের (الفرقة الناجة) মানহাজ, যেভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বর্ণনা দিয়েছেন।

এরপরে আমি আরো স্পষ্ট করব যা কতিপয় দাঈ কর্তৃক অধিকাংশ যুবকদের মাথায় প্রবেশ করানো হয়েছে যে, এই [মুক্তিপ্রাপ্ত] দলটি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাও অন্যান্য দল-উপদলগুলোর মতই একটি দলমাত্র।

[আবার এটাও বর্ণনা করব যে,] বর্তমান যুগে কী আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনাকৃত উক্ত দলটির অস্তিত্ব রয়েছে? এ দলটি কী কোন শহর বা দেশের সাথে সীমাবদ্ধ? এদের কী বর্তমানে এমন কোন ইমাম রয়েছেন যিনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দ্বারা তাদেরকে পরিচালনা করছেন? নাকি আমরা এখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে - এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে - ইশারাকৃত ঐ যুগে অবস্থান করছি যে যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রত্যেকেই বাধ্য হবে গাছের মূল কামড়ে ধরে থাকতে, যতক্ষণ না তার কাছে মৃত্যু এসে যাবে আর সে ঐ অবস্থাতেই থাকবে।

আমরা বলছি: নিশ্চয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা হতে তার উম্মাতকে সতর্ক করেছেন, তা ঘটবেই। সুতরাং যেমনভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংবাদ দিয়েছেন সেভাবেই [উম্মাতের মধ্যে] ইখতিলাফের সূচনা হয়েছে, এরপরে তার উম্মাত বিভিন্ন ধরনের ফিরকাতে

বিভক্ত হয়ে গেছে, তারা একে অপরকে কাফির, ফাসিক অথবা বিদআতী বলে আখ্যায়িত করেছে। এই বিচ্যুতির সূত্রপাত ঘটেছে আব্দুল্লাহ বিন সাবা আল-ইয়াহুদী আল-হিমইয়ারীর আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে, যে ব্যক্তি মুনাফিকীর সাথে ইসলামের [মুসলিম হওয়ার] দাবি করে তার মূলহিদী ধ্যান-ধারণা এই উম্মাতের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিল। এবং ইসলামের মূল শিক্ষা হতে দূরবর্তী এসব ধ্যান-ধারণা সাধারণ জনগণ গ্রহণ করার ফলশ্রুতিতেই সুপথপ্রাপ্ত খলীফা উসমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের মত ঘটনা ঘটে।

**এই ব্যক্তির [আব্দুল্লাহ বিন সাবা] কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা:** তার দাবি ছিল যে, আলী ইবনু আবী তালিব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর খিলাফাতের ব্যাপারে [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর] অসীয়ত ছিল, আর সকল সাহাবীগণ উক্ত অসীয়তের বিপরীত কাজ করেছেন। এরপরে সে তার [বাতিল ও মূর্খতাবশত] ধারণা করেছিল যে, সকল সাহাবীগণ আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত অসীয়তকে অমান্য করেছিল। সুতরাং সে মাত্র তিনজন সাহাবী ব্যতীত সকল সাহাবীদেরকেই কাফির বলে আখ্যায়িত করেছিল।

আলিমগণ তার বানোয়াট, মিথ্যা, দীনদ্রোহী ও নাস্তিক্যবাদী এসব দাবিকে [এসবের অসারতা] স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। তারা আরো স্পষ্ট করেছেন যে, এ রকম কোন অসীয়তের অস্তিত্ব ছিল না। না আলী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে আর না অন্য কারো ব্যাপারে। আলী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর নিজের ভাষায়ও না। অবশ্য এটির বিস্তারিত ব্যাখ্যার স্থান এখানে নয়।

কিন্তু এরপরে বিভিন্ন মতবাদ [বিশেষত কালাম শাস্ত্র] ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে আর মানুষ বিভিন্ন ফিরকাতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মুকরীযী এবং অন্যান্য বিদ্বানরা এর কারণ সম্পর্কে বলেন: সফাদী বলেন: নাসারাদের জনৈক শাসকের কাছ হতে [আব্বাসী খলীফা] মামুন একবার গ্রীক দর্শনের পুস্তকাদি চেয়ে পাঠালেন। তিনি বলেন: আমার মনে হয়, সে ছিল কুবরুস দ্বীপের শাসক। যেসব পুস্তকাদি তাদের একটি ঘরে বদ্ধ অবস্থায় ছিল যেখানে কেউ যেত না। তখন উক্ত শাসক তার পরামর্শদাতা বিশেষ ব্যক্তিদের ডেকে একটি পরামর্শ সভার আয়োজন করে আর তাদের কাছে পরামর্শ চায়। তাদের প্রত্যেকেই সেগুলো না পাঠানোর প্রস্তাব দিল শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি ছাড়া, সে বলল: এগুলোকে পাঠিয়ে দিন; কারণ যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রে এ জ্ঞান প্রবেশ করা মাত্রই তা ধ্বংস করে দেবে আর এটা আলিমদেরকে বিতর্কে পতিত করবে।[৩৭]

[৩৭] লাওয়ামি'উল আনওয়ার, ১/০৯।

আর প্রকৃত বিষয় এমনটিই হয়েছিল, এরপর এসব বাতিল চিন্তা-ধারণা বা অসার মতবাদ সমূহ ছড়িয়ে পড়ল। এসব মতবাদের মধ্যে প্রথম মতবাদ হচ্ছে আব্দুল্লাহ বিন সাবা এর মতবাদ। এখান থেকেই শি'আ সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং এই মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে প্রবৃত্তির অনুসরণে তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত আকীদা তৈরী করে নেয়। যেমন ইবনুল কাইয়িম তার সাওয়াইক নামক গ্রন্থে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরোধী দল সমূহের ব্যাপারে আলোচনা করে বলেন যে, তাদের মাযহাবসমূহের মৌলিক নীতিমালা তৈরী হয়েছে তাদের বিবেক-বুদ্ধি প্রসূত মূলনীতির উপরে ভিত্তি করে, তিনি বলেন:

"রাফিদ্বীরা সাহাবীদের শত্রুতাকে মূলনীতি বানিয়েছে, আর তারা এই নীতির উপরে ভিত্তি করে সাহাবীদের ব্যাপারে আসা যাবতীয় ফাযায়েল এবং প্রশংসাগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা তার অপব্যাখ্যা করেছে।

এরপরে এসেছে খারেজী সম্প্রদায়। এরা মূলত আব্দুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী। এরাই উসমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করেছে এরপরে তারা আলী ইবনু আবী তালিব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করেছে, তাকে কাফির মনে করেছে এবং অন্যান্য সকল সাহাবীদেরকেও কাফির মনে করেছে, এরপর নিজেদের মত করে মূলনীতি তৈরী করেছে, সেটি হল: কাবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি দুনিয়া এবং আখিরাতে কাফির [হিসেবে গণ্য]। এরা হচ্ছে এমন মূর্খ যারা শরীআতের দলীলসমূহের ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের ব্যাপারে বলেছেন: তারা আহলুল ইসলাম বা মুসলিমদেরকে হত্যা করবে এবং মূর্তিপূজকদের ছেড়ে দেবে। অনুরূপভাবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে আরো বলেছেন: এদের দীনের গভীর জ্ঞান থাকবে না কিন্তু এ অবস্থায় তারা মূর্খতার সাথেই ইবাদত করতে থাকবে। এদের সম্পর্কে তিনি আরো বলেন:

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم

'তোমরা তোমাদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় নগণ্য মনে করবে এবং তোমাদের কিরাআত তাদের কিরাআতের তুলনায় নগণ্য মনে হবে।'

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে:

قوم يقرءون القرآن بألسنتهم ولا يعدو تراقيهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرّمية

‘একদল লোক যারা তাদের জিহ্বা দ্বারা কুরআন তেলাওয়াত করবে, তবে তা তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তারা ধনুক হতে তীর বের হয়ে যাওয়ার মতই দীন হতে বের হয়ে যাবে।’

এদেরকে হত্যার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

فإذا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة

‘তোমরা যখনই তাদের দেখা পাবে তাদেরকে হত্যা করবে; কেননা তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিয়ামতের দিনে পুরষ্কার রয়েছে।’[৩৮]

এই বিদ্রোহী সম্প্রদায়কে [প্রথম] হত্যা করেন আলী ইবনু আবী তালিব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু এবং তার সহচরবৃন্দ; কেননা এই সম্প্রদায়টি সাহাবী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুম -যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহচর্যে ছিলেন এবং কুরআন নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন- তাদের ছাত্র হওয়া, দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন ও তাদের কাছ হতে ইসলামী শরীআত এবং এর বিধানাবলি শিক্ষা করার পরিবর্তে তাদেরকেই কাফির বলে ধারণা করেছে। আর এটা তাদের অজ্ঞতার কারণেই যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন। আর এরাই আব্দুল্লাহ বিন সাবার অনুসারী ছিল, যারা উসমান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছিল।

এরপরে এসেছে জাহামী সম্প্রদায়। এর জাহাম ইবনু সাফওয়ানের অনুসারী। জাহামীরাও একটি মূলনীতি বানিয়ে নিয়েছে, তা হল: আল্লাহ তা‘আলা কথা বলতে পারেন না। তিনি কারো সাথে কথাও বলেন না। আখিরাতেও তাঁকে চোখে দেখা যাবে না। তিনি তাঁর সৃষ্টির থেকে আলাদা আরশেও উঠেননি। এবং তাঁর কোন গুণও নেই। আর এই মূলনীতির উপরে ভিত্তি করেই তারা এই মূলনীতির বিরুদ্ধে আসা আল্লাহর কিতাব কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করেছে নয়ত অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছে।

এরপরে মুতাযিলা সম্প্রদায় নিজেদের মূলনীতি তৈরী করেছে: আল্লাহর শাস্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো আবশ্যিকভাবে কার্যকর হওয়া, যে ব্যক্তি একবার জাহান্নামে

[৩৮] মুসলিম; হা/১৫৪।

প্রবেশ করবে সে আর কখনো সেখান থেকে বের হবে না, আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার এবং কুরআন সৃষ্ট হওয়ার [বিদআতী] মতবাদ।

এছাড়াও তাদের ন্যায়: কুল্লাবিয়াহ, আশআরী, মুরজিয়া এবং এমন অন্যান্য সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে অপব্যাখ্যার পথ বাছাই করে নিয়েছে। তারা কুরআন-সুন্নাহর নসগুলোকে বিবেকের দিকে সোপর্দ করে। যদি তাদের বিবেক এটাকে গ্রহণ করতে বলে তবে তা গ্রহণ করে, আর যদি বিবেক তা গ্রহণ না করে, তবে প্রত্যাখ্যান করে।

বিবেক কখনোই এমন মানদন্ড নয়, যার দিকে শারঈ দলীল প্রত্যাবর্তন করবে; কেননা আকল বা বিবেক বহু প্রকারের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়: কোন জাহামী ব্যক্তির বিবেক যা গ্রহণ করে একজন রাফিদ্বী ও মু'তাযিলীর বিবেক তা গ্রহণ করে না, এ রকম।

আর তারা তাদের বিবেক প্রসূত উক্ত উসূল ও নিয়ম সমূহের আলোকেই বন্ধুত্ব ও শত্রুতার নীতি নির্ধারণ করেছে। সুতরাং যে তাদের উক্ত বিষয় সমূহের সাথে একমত হয়, তারা তাকে গ্রহণ করে, কাজে লাগায় এবং সম্মান প্রদর্শন করে। আর পক্ষান্তরে যে তাদের উক্ত বিষয় সমূহের বিপরীত মত পোষণ করে, তাকে তারা কাফির হিসেবে আখ্যায়িত করে, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করে, তাকে আটকে রাখে, প্রহার করে এমনকি কখনো কখনো তাকে হত্যাও করে। তাদের কোন সাক্ষ্য তারা গ্রহণ করে না আর তাকে কোন শত্রুর [বিপদের] হাত হতে উদ্ধারও করে না।"[৩৯]

তাকফীরের (কাউকে কাফির বলার) মাসআলা আলোচনা করতে যেয়ে ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বলের মুতাযিলা ও অন্যান্য বাতিল আকীদা ধারণকারী - যে আকীদার কারণে তারা বন্ধুত্ব ও শত্রুতাকে নির্ধারণ করত- তাদের সাথে তার আচরণের বিষয়টি উল্লেখ করেন। অচিরেই আমরা উক্ত আকীদা-মানহাজ ও বর্তমানে থাকা বিভিন্ন জামাআতের মানহাজ সম্পর্কে তুলনা করব, যাতে করে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে, উক্ত ফিরকাগুলি কী অস্তিত্বে আছে নাকি শুধুমাত্র নামেই বাকী রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: "যেমন উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আহমাদ জাহামীদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, যারা তাকে কুরআন সৃষ্ট, আল্লাহর কোন সিফাত নেই ইত্যাদির দিকে আহ্বান করেছিল। তারা তাকে পরীক্ষার সন্মুখীন করেছিল এবং তার সমকালীন অন্যান্য আলিমদেরকেও। তারা নারী-পুরুষ সকলের ঈমানকে ফিতনায় নিক্ষেপ

[৩৯] আস সাওয়াইক; ১/১১৮।

করেছিল, যারা তাদের জাহামী মতাদর্শ মেনে নেয়নি তাদেরকে প্রহার করা, বন্দী করা, হত্যা করা, তাদের শাসনকৃত অঞ্চল হতে বের করে দেওয়া, রিযিকের পথ বন্ধ করে দেওয়া, সাক্ষ্য গ্রহণ না করা, শত্রুর কবল হতে রক্ষা না করা ইত্যাদির দ্বারা। যেহেতু তখন অধিকাংশ শাসক ও কাযী জাহামী মতবাদের অনুসারী ছিল। তাই যারা তাদের ন্যায় জাহামী মতবাদে - যেমন কুরআন সৃষ্ট মতবাদে- বিশ্বাসী ছিল না, তাদেরকে তারা কাফির মনে করত এবং তাদের ব্যাপারে কাফিরদের মত বিধান দিত, একারণেই তাদেরকে কোন স্থানের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হত না, তাদেরকে শত্রুর হাত হতে উদ্ধার করা হত না, বাইতুল মাল থেকে তাদেরকে কোন অর্থ প্রদান করত না, তাদের কাছ থেকে কোন সাক্ষ্য, ফাতওয়া এবং [হাদীস] বর্ণনা গ্রহণ করা হত না। তারা মানুষকে নিয়োগের ক্ষেত্রে, সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে, কারামুক্তি ইত্যাদির ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখত, যারা কুরআন সৃষ্ট বলে মেনে নিত, তারা তাদেরকে ঈমানদ্বার বলে মনে করত আর যারা এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি দিত, তাদেরকে তারা ঈমানদ্বার মনে করত না। আর যারা জাহামী মতবাদের বিপরীত কোন পথে মানুষকে আহ্বান করত, তাদেরকে তারা হত্যা করত, প্রহার করত অথবা কারাগারে নিক্ষেপ করত।

এটাই হচ্ছে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত -যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ যে পথে ছিলেন, তার উপরে চলত- তাদের সাথে এ সমস্ত ফিরকাগুলোর আচরণ। যেমনটি ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন। সুতরাং পারস্পরিক শত্রুতা ও বন্ধুত্বের ভিত্তি উক্ত মানহাজ ও বাতিল আকীদাকে কেন্দ্র করেই ছিল।

এভাবেই বর্তমান সময়ে অনেক লেখক, দাওয়াতী কাজ এবং মুসলিমদের ঐক্য নিয়ে কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি রয়েছে, যারা মনে করে যে, যুবকদের গবেষণা-আলোচনা ও নির্দেশনামূলক কর্মকান্ড হওয়া উচিত সমাজ বিনির্মানের মূলনীতিগুলোর উপর গুরুত্বারোপ সংক্রান্ত বিষয়ে, যেমনটি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরের পরিশুদ্ধির জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তারা বলেঃ আকীদার মাসআলা আলোচনাকারী ব্যক্তি হচ্ছে মাটির নিচে থাকা বস্তুকে খুঁজে বেড়ায়। অর্থ্যাৎঃ তাদের ধারণা মোতাবেক এই সকল দল-উপদল নিয়ে যারা আলোচনা করছেন তা হচ্ছে এমন বিষয়ে লেগে থাকার নাম, যার প্রযোজ্যতা শেষ হয়ে গেছে। অথচ তাদের এটা জানা নেই যে, যা শেষ হয়ে গেছে, তা হচ্ছে ব্যক্তিবর্গ, কিন্তু চিন্তাধারা, মানহাজ ও আকীদাসমূহ আজো বহাল তবিয়তে [মুসলিম উম্মাহর মাঝে] ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আর একারণেই আমরা পূর্ববর্তী ও বর্তমান সময়ের মানহাজগুলোর মধ্যে তুলনা করার প্রয়াস পাব।

# مناهج الجماعات المعاصرة

## বর্তমান জামাআতসমূহের মানহাজ-কর্মপদ্ধতি

ইসলামী [মুসলিম] উম্মাহ ঐক্যবদ্ধ ছিল, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ إِنَّ هَٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴾

"এটা নিশ্চয় তোমাদের উম্মাত, ঐক্যবদ্ধ উম্মাত। আর আমি তোমাদের রব সুতরাং আমারই ইবাদত কর।" সূরা আল-আম্বিয়া; আয়াত: ৯২।

পথ-পন্থাও একই ছিল, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِى مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا۟ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾

"আর নিশ্চয় এই আমার সরল-দৃঢ় পথ, সুতরাং এর অনুসরণ করো, অন্যান্য পথগুলোর অনুসরণ করো না, তাহলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আর আল্লাহ তোমাদেরকে অনুরূপ আদেশ করেছেন যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" সূরা আল-আন'আম; আয়াত: ১৫৩।

বর্তমানে আমরা ইসলামী অঙ্গনে বহু দল-উপদল দেখতে পাই। এদের প্রতিটি দলই নিজেদের জন্য একেকটি নাম গ্রহণ করেছে, নিজেদের জন্য মানহাজ তৈরী করেছে আর তাদের পথ ও রূপরেখার মাধ্যমে তারা ইসলামের দিকে আহ্বান করছে। আবার একই সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি এসব দল-উপদলগুলো একে অপরের থেকে বিভক্ত এবং বিবাদে লিপ্ত। ঠিক অনুরূপই উক্ত দলগুলো এবং অতীতের ফিরকাগুলোও একে অপরের থেকে আলাদা ছিল এবং বিবাদে লিপ্ত ছিল।

এরপরে এ সকল দল-উপদলগুলো মিত্রতা ও শত্রুতা করে থাকে তাদের উক্ত মানহাজের ভিত্তিতে যা তারা তাদের অনুসারীদের জন্য নির্ধারণ করেছে। উক্ত মানহাজকে তারা তাদের দলের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করে থাকে; যেন তাদের মানহাজের বিরোধিতা করে কেউ বঞ্চিত না হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন কিছু আদান-প্রদানের [গ্রহণ-বর্জনের] ক্ষেত্রে উক্ত দলের অঙ্কিত সীমারেখা ও তাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর অধীনে থেকেই করা হয়; কেননা এদের

দলীয় নেতৃবৃন্দ ও মুখপাত্রদের মতে ইসলাম এবং ইসলামের যাবতীয় শিক্ষাগুলি [তাদের] উক্ত মানহাজের মধ্যেই সীমিত ও সীমাবদ্ধ।

ফিরকা নাজিয়া মানছূরাহ (সাহায্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দল) এর মানহাজ হতে উক্ত দূরবর্তী সংকীর্ণ দিগন্ত হতে অসংখ্য জঘন্য বিদআতের উদ্ভব ঘটেছে। আমরা তার মধ্য হতে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করছি:

১. নির্দিষ্ট শাইখ, ব্যক্তিবর্গ ও মতাদর্শের প্রতি দলীয় গোঁড়ামী। ইসলামের শিক্ষা যেটাকে পূর্ণভাবে নিঃশেষ করতে এসেছিল। ইসলামে কোন দল, গোত্র বা দেশের প্রতি গোঁড়ামিপূর্ণ অন্ধত্বের স্থান নেই। বরং তা হচ্ছে জাহিলী কর্মকাণ্ড হিসেবে গণ্য। সুতরাং আমরা দেখতে পাই যে, এ সমস্ত দল-উপদলগুলো মিত্রতা-শত্রুতাকে আবশ্যক করে তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে। আর এর উপরেই ভিত্তি করে তারা [তাদের] দলের সাথে সম্পৃক্তদেরকে সম্মান-ইজ্জত দেয় এবং তাদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। সুতরাং [সম্মান-মর্যাদা] প্রাপ্তির যোগ্যতা হচ্ছে তাদের সাথে সম্পৃক্ত থাকা, ইলম বা তাকওয়া নয়। যার ফলে এসব দল বা তাদের এমন মানহাজ -যা নাযিলকৃত [ওহী] নয়-, তার বিরোধিতাকারী যদিও হকের উপরে থাকে, তবুও তার মর্যাদাকে খাট করা হয়। তার ব্যাপারে প্রচার করা হয় যে, সে সংকীর্ণ, সাংস্কৃতিক জ্ঞান বিবর্জিত, সে উম্মাতের বাস্তবতা এবং তাদের পরিবেষ্টনকারী সমস্যা সম্পর্কে ধারণা রাখেনা ইত্যাদি। এমনকি [এর কারণে] যুবকেরা তার [উক্ত আলিমের] কাছ থেকে দূরে সরে যায়, উক্ত আলিমের বয়স যদিও সত্তর পার হয়ে যায় তবুও তার কাছ থেকে তার ইলম ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা উপকৃত হতে চায় না।

অবশ্য জানা বিষয় যে, কোন ব্যক্তির মর্যাদার শারঈ মানদণ্ড হচ্ছে ইলম এবং তাকওয়া, কোন দলের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া বা না হওয়া নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত মানুষ হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশী তাকওয়ার অধিকারী।"[৪০]

[৪০] সূরা আল-হুজুরাত; আয়াত: ১৩।

আর চিন্তাধারা [মতবাদ] ও মানহাজের মানদণ্ড হচ্ছে কিতাব ও সুন্নাহ, কোন ব্যক্তির রায়, কথা অথবা মানহাজ গ্রহণ বা ত্যাগ করা নয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ﴾

"সুতরাং তোমরা যদি কোন বিষয়ে বিবাদে লিপ্ত হও, তবে বিষয়টিকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দিবে যদি তোমরা আল্লাহর উপর ঈমান রেখে থাক।"[৪১]

**এসব দলগত বিভক্তির ফলাফল হচ্ছে:**

পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা, ঝগড়া-বিবাদ, শত্রুতা, স্থায়ী বিরোধিতা এবং দাওয়াতী ক্ষেত্রে নিশ্চিত ব্যর্থতা। আর এমন দাবি [যা অনেকে করে থাকে] যে, তারা সকলেই ইসলামের জন্য কাজ করছে, অচিরেই তারা ফলাফল অর্জনের সময়ে একত্রিত হয়ে যাবে। এটাকে উদ্দেশ্য ও মানহাজগত দিক থেকে তাদের মধ্যকার বিরোধিতা ও এদের একে অপরের মধ্যে অর্জিত ভাঙ্গনই তা বাতিল করে দেয়। আর আমি মনে করি যে, এ সকল বিষয় প্রতিটি স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকার কারণে দলীল দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই।

এসবের উপর ভিত্তি করে পূর্ববর্তী ফিরকাসমূহের মানহাজ -ইতোপূর্বে আমরা শাইখুল ইসলামের মুতাযিলাদের সম্পর্কে যে কথার নমুনা পেশ করেছি- এবং বর্তমানের এসব ফিরকাসমূহের মানহাজে, নাম ব্যতীত আর কোন বাস্তব পার্থক্য আছে কী? আর নাম কখনো মৌলিক বিষয়বস্তুকে পরিবর্তন করে না।

এটা নিশ্চিতভাবেই প্রবৃত্তিগত কারণে উম্মাতের বিভক্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার সত্যতার প্রমাণ।

আর এটা কী ভালোকাজে ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নাম? যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ وَٱعۡتَصِمُواْ بِحَبۡلِ ٱللَّهِ جَمِيعٗا وَلَا تَفَرَّقُواْۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ كُنتُمۡ أَعۡدَآءٗ فَأَلَّفَ بَيۡنَ قُلُوبِكُمۡ

[৪১] সূরা আন-নিসা; আয়াত: ৫৯।

فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِۦٓ إِخْوَٰنًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর। আর মুসলিম হওয়া ব্যতিরেকে মৃত্যুবরণ করো না।" আর তোমরা আল্লাহর রশিকে ঐক্যবদ্ধভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা স্মরণ কর তোমাদের উপরে আল্লাহর অনুগ্রহের কথা যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে এরপর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা তৈরী করে দিয়েছেন যা ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা আগুনের গর্তের কিনারায় অবস্থান করছিলে আর তিনি সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা হিদায়াত পেতে পার।" সূরা আলে-ইমরান; আয়াত: ১০২-১০৩।

## الطائفة الناجية

## নাজাতপ্রাপ্ত বা মুক্তিপ্রাপ্ত দল

নিশ্চয় ভালোকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করা এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা এবং যা আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল) এর মানহাজ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, তা হল- আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল এদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে, তখন তিনি বলেছিলেন:

هم من كان على ما أنا عليه وأصحابي

"তারা এমন বিষয়ের উপরে থাকবে যার উপরে আমি আর আমার সাহাবীরা রয়েছি।"[৪২]

ইমাম বুখারী সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

[৪২] তিরমিযী; হা/২৬৪১।

لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون

"আমার উম্মাতের একটি দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না তাদের কাছে আল্লাহর আদেশ এসে পড়ে এমতাবস্থায় যে, তারা প্রতিষ্ঠিতই থাকবে।"[৪৩]

মু'আবিয়াহ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে,

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطى الله، ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيماً حتى تقوم الساعة، أو حتى يأتي أمر الله

"যার দ্বারা আল্লাহ মঙ্গল চান, তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আল্লাহ প্রদানকারী আর আমি শুধুমাত্র বণ্টনকারী। আর এই উম্মাতের কাজ আল্লাহর আদেশ এসে যাওয়া বা কিয়ামত এসে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সুদৃঢ় অবস্থায়ই থাকবে।"[৪৪]

**প্রশ্ন:** সেটি কী [কোন পথ] যার উপরে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন? আর এই দলটি কী এখনো রয়েছে? যদি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার অনুরূপ দলটি থেকে থাকে তবে তার মানহাজ কী? তাদের অবস্থান কোথায়? এদের কী বর্তমানে এমন কোন ইমাম রয়েছেন যিনি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর দ্বারা তাদেরকে পরিচালনা করছেন? নাকি আমরা এখন হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে -এর বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে- যেখানে এসেছে [সংক্ষিপ্তভাবে]:

فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك

"যদি তাদের কোন একক জামাআত বা ইমাম না থেকে থাকে? তিনি বললেন: তখন [উক্ত] প্রতিটি দল-উপদলগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিবে, যদিও তুমি গাছের

[৪৩] সহীহ বুখারী; হা/৭৩১১।

[৪৪] সহীহ বুখারী; হা/৭৩১২।

মূল কামড়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে, যতক্ষণ না তোমার কাছে মৃত্য এসে পড়ে আর তুমি তার উপরেই মৃত্য বরণ করবে।"[৪৫]

হাদীসে ইশারাকৃত ঐ যুগ বা অবস্থা এসে পড়েছে কিনা? যে যুগ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, আমাদের প্রত্যেকেই বাধ্য হবে গাছের মূল কামড়ে ধরে থাকতে, যতক্ষণ না তার কাছে মৃত্যু এসে যাবে?

ভাইয়েরা! আমি এসব প্রশ্নগুলোর জবাব কলমের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করব:

**আল-ফিরকাতুন নাজিয়াহ এর মানহাজ, যার উপরে আল্লাহর রসূল** সাল্লাল্লাহু আলাইহি **ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন।**

যার উপরে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন, সেটা হচ্ছে: আল্লাহর মহিমান্বিত কিতাব (কুরআন) এর মধ্যে যা কিছু এসেছে -যার মধ্যে সামনে অথবা পিছন হতে কোন বাতিল প্রবেশ করতে পারে না- তা আঁকড়ে ধরা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ যা কিতাবুল্লাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আকারে এসেছে তা আঁকড়ে ধরা; যেহেতু এটা দ্বিতীয় ওহী, যেমন আল্লাহ বলেছেন:

﴿وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

"আর আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি যিকর, যাতে করে তুমি মানুষকে স্পষ্ট করে দিতে পার যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে।" সূরা আন-নাহল; আয়াত: ৪৪। তিনি আরো বলেন:

﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ﴾

"তিনি তার নিজ থেকে কিছুই বলেন না। [যা বলেন] সেটা শুধুমাত্র ওহী যা তার উপরে নাযিল হয়।" সূরা আন-নাজম; আয়াত: ০৩-০৪।

সুতরাং তারা যে পথে চলেছিলেন তা হচ্ছে-

১) আল্লাহকে এক ইলাহ-মাবূদ হিসেবে ঈমান আনা, যিনি ছাড়া আর কোন (প্রকৃত) ইলাহ নেই, আর কোন (প্রকৃত) রবও নেই। এ কারণেই তারা

[৪৫] সহীহ বুখারী; হা/৩৬০৬ ও ৭০৮৪।

আকীদা ও প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের ইবাদত কেবল তার জন্যই নির্ধারণ করেছিলেন।

২) আল্লাহর নামসমূহ ও সিফাতের ব্যাপারে, ঠিক যেমনটি আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর নিজের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ সুন্নাহতে যা এসেছে সেভাবে কোন ধরনের পরিবর্তন, নিষ্ক্রিয়করণ বা ব্যাখ্যা ছাড়াই ঈমান আনা। বরং উক্ত সিফাতগুলোকে সাব্যস্ত করণ এই মূলনীতির ভিত্তিতে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলছেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾

"কোন কিছুই তাঁর মত নয় আর তিনিই সর্বশ্রোতা-সর্বদ্রষ্টা।" সূরা আশ-শূরা; আয়াত: ১১।

৩) আল্লাহর কিতাবে যা তিনি নাযিল করেছেন ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নাহতে যা বলেছেন, সেই অনুযায়ী বিধান দেওয়া। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا﴾

"সুতরাং না, তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যকার বিবাদের বিচারর আপনার কাছে অর্পণ না করবে। আর এরপরে যেন তুমি যা ফায়সালা করেছ, সে ব্যাপারে যেন তাদের মধ্যে কোন দ্বিধা না থাকে এবং পরিপূর্ণভাবে তারা যেন তা মেনে নেয়।" সূরা আন-নিসা; আয়াত: ৬৫।

৪) সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ, যেমন আল্লাহ তা'আলা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

﴿قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾

"বল! এটাই আমার পথ, আল্লাহর প্রতি মানুষকে আমি ডাকি জেনে-বুঝে এবং যারা আমাকে অনুসরণ করেছে তারাও। আর আল্লাহ কতই না পবিত্র এবং

আমি মুশরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নই।" সূরা ইউসুফ; আয়াত: ১০৮। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ﴾

"তুমি তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত এবং সদুপদেশের মাধ্যমে। আর তাদের সাথে সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্ক কর। নিশ্চয় তোমার রবই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত আর কে হিদায়াতপ্রাপ্ত।" সূরা আন-নাহল; আয়াত: ১২৫।

সৎকাজে আদেশ এবং অসৎ কাজে নিষেধ হবে এই দুই আয়াতের উপরে ভিত্তি করে: প্রথমত) ইলম এবং দ্বিতীয়ত) হিকমাত।

আর দাওয়াতী কাজের এই মানহাজ মুসলিমদের সকলের জন্যই তাদের সামর্থ, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে; কেননা আল্লাহ তা'আলা সামর্থের বাইরে কারো উপরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না। যেমন সহীহ মুসলিমের বর্ণিত হাদীসে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فقلبه، وذلك أضعف الإيمان

"তোমাদের মধ্য হতে যদি কেউ কোন মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন তার হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে, যদি হাত দিয়ে না পারে, তবে যেন তার ভাষা দিয়ে প্রতিহত করে, যদি সেটিরও সক্ষমতা না থাকে, তবে যেন অন্তরে ঘৃণা করে। আর এটিই ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"[৪৬]

হাতের দ্বারা প্রতিহত করার বিষয়টি সুলতানের জন্য প্রযোজ্য, ভাষার দ্বারা প্রতিহত করার বিষয়টি সকল মুসলিমের জন্য। যদি তারা ভাষার মাধ্যমেও তা প্রতিহত করতে সক্ষম না হয়ে থাকে, তবে তাদের জন্য আবশ্যক হবে তারা যেন এই মন্দ কাজকে অন্তর থেকে অপছন্দ করে। আল্লাহর পথে জিহাদ করতে হবে এই দীনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য আর বান্দাদেরকে অন্য বান্দাদের দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে আল্লাহর দাসত্বের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং এভাবে করে দীনের সকল মুআমালাত ও প্রশংসিত আখলাকের জন্যও।

[৪৬] মুসলিম; হা/৪৯।

মুমিনগণ নিজেদের পরস্পরের জন্য দয়াদ্র, ঠিক একটি দেহের ন্যায় যেমনভাবে কোন একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে জ্বর ও বিনিদ্র থেকে সমস্ত শরীরই কষ্ট অনুভব করে।

আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র ছিল আল-কুরআন, অনুরূপ তার সাহাবীদেরও। সুতরাং তাদের মিত্রতা-শত্রুতা ছিল কিতাব-সুন্নাহর উপরে ভিত্তি করেই।

এটাই ছিল আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মানহাজ, আর এটারই অনুসরণ করেছে আত-তায়িফাতুন নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল)। এই উম্মাতের মধ্যে যখনই উক্ত বিভক্তি প্রকাশ পেল, যে বিভক্তির দিকে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঙ্গিত করেছেন 'ইরবাদ্ব ইবনু সারিয়াহর হাদীসে, যেখানে বলা হয়েছে:

وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرًا

"আর নিশ্চয় আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা অচিরেই অসংখ্য ইখতিলাফ দেখতে পাবে।"

এরপরে তিনি উম্মাতকে আদেশ করেছেন যে, এই ইখতিলাফের সূচনা হলে তারা যেন তার (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাহ এবং তার সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে, এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে চেপে ধরে রাখে। এরপরে তিনি তাদেরকে বিদআত ও [দীনের মধ্যে] নতুন কিছু সৃষ্টি করা হতে দূরে থাকার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আর এটাও বর্ণনা করেছেন যে, প্রতিটি বিদআতই ভ্রষ্টতা।

**আর এই দলটির অবস্থানস্থল এবং তাদের বর্তমানে এমন কোন ইমাম আছে কি যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করছেন?**

এর উত্তর হচ্ছে: নিশ্চিতভাবেই এই দলটি যারা ইতোপূর্বে ইশারাকৃত মানহাজের উপরে চলমান, তারা গোটা দুনিয়াতেই বিদ্যমান, সুতরাং তাদেরকে কোন একটি দেশ [বা স্থানের] সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটির পূর্ণতার জন্য - তাদের বর্তমানে এমন কোন ইমাম আছে কি যে তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাহ মোতাবেক পরিচালনা করছেন? আমরা বলব: আমরা ইতোপূর্বে ইশারাকৃত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি [অচিরেই] উল্লেখ করব, তাতেই এর জবাবটি আমরা পেয়ে যাব।

ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে কিতাবুল মানাকিবের আলামাতুন নুবুওয়াহ (নবুওতের আলামত) এ, কিতাবুল ফিতান এর বাবু কাইফাল আমরু ইজা লাম তাকুন জামাআতুন (যখন মুসলিমদের জামাআত থাকবে না তখন আদেশ/করণীয় কেমন হবে?) এ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও ইমাম মুসলিম রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থের 'কিতাবুল ইমারাহ' এ (রাষ্ট্রনীতি অধ্যায়ে), ফিতনা প্রকাশ পেলে মুসলিমদের একক জামাআতের সাথে থাকার বাধ্যবাধকতা, সর্বাবস্থায় [মুসলিম শাসকের] আনুগত্য হতে বের হয়ে যাওয়া এবং জামাআত বিচ্ছিন্ন হওয়া হারাম- এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে,

হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, মানুষেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ভালো ও কল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করত, আর আমি মন্দ ও অকল্যাণকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এ ভয়ে যেন আমি তাতে [অজান্তে] পতিত হয়ে না যাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম: হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা তো জাহিলিয়্যাত ও অকল্যাণের মাঝে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ কল্যাণের মধ্যে নিয়ে আসলেন। এ কল্যাণের পর আবারও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে তা কিছুটা ধুম্রজাল আচ্ছন্ন থাকবে। আমি তখন প্রশ্ন করলাম: এর ধুম্রজাল কি? তিনি বললেন: এক দল লোক আমার সুন্নাহ ছেড়ে অন্য পথ ধরবে। তুমি তাদের থেকে ভালো কাজও দেখবে এবং মন্দ কাজও দেখবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম: সে কল্যাণের পর কি আবার অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় আবির্ভাব হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম: হে আল্লাহ্‌র রসূল! তাদের বৈশিষ্ট্যাবলীর কথা আমাদের বর্ণনা করে দিন। তিনি বললেন: তারা আমাদেরই [চামড়ার] লোক এবং আমাদের ভাষায়ই কথা বলবে। আমি বললাম: যদি এমন অবস্থা আমাকে পেয়ে বসে, তাহলে কী করতে বিধান দেন? তিনি বললেন: মুসলিমদের একক জামাআত ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। আমি বললাম: যদি তাদের কোন একক জামাআত বা ইমাম না থেকে থাকে? তিনি বললেন: তখন [উক্ত] প্রতিটি দল-উপদলগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিবে, যদিও তুমি গাছের মূল কামড়ে আঁকড়ে ধরে থাকবে যতক্ষণ না তোমার কাছে মৃত্যু এসে পড়ে আর তুমি তার উপরেই মৃত্য বরণ করবে।"[৪৭]

ইমাম নাবাবী রহিমাহুল্লাহ হাদীসের (জাহান্নামের দিকে আহ্বানকারী এক সম্প্রদায় আবির্ভাব হবে। যে ব্যক্তি তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে, তাকে তারা

[৪৭] সহীহ বুখারী; হা/৩৬০৬ ও ৭০৮৪।

জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে।) এই অংশটির ব্যাখ্যাতে বলেন: আলিমগণ বলেন: এরা হচ্ছে শাসকদের মধ্য হতে এমন দল যারা বিদআত অথবা অন্য কোন ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, যেমন খারেজী, কারামিতা এবং অন্যান্য বিভ্রান্তরা। আর এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলিমদের জামাআত সংশ্লিষ্ট থাকা, তাদের ইমামের অনুসরণ করা, তার আনুগত্য করা যদিও সে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়।"

## السلف وأتباعهم ليسوا حزبا

## সালাফ ও তাদের অনুসারীগণ হিযব (বিভক্তকারী দল) নয়।

মুক্তিপ্রাপ্ত দল হিসেবে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের উল্লেখ করেছেন এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, তারা হচ্ছে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ যার উপরে ছিলেন, এরাই আস-সালাফুস সালিহ। এরপর যারা তাদের এই মানহাজ অনুসরণ করবে যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

﴿وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلۡأَوَّلُونَ مِنَ ٱلۡمُهَٰجِرِينَ وَٱلۡأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحۡسَٰنٖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُ وَأَعَدَّ لَهُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي تَحۡتَهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ﴾

"আর মুহাজির এবং আনসারদের মধ্য হতে যারা প্রথম-অগ্রগামী এবং যারা তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করে, আল্লাহ তাদের উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর তিনি তাদের জন্য তৈরী করেছেন জান্নাত, যার নিচে নদী প্রবাহিত হয়, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে। এটাই মহাসাফল্য।"[৪৮]

এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি তার এই মানহাজ সহ দুনিয়ার প্রতিটি প্রান্তে এবং প্রতিটি যুগেই বিদ্যমান থাকবে। একে কোন একটি দেশ বা স্থানের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। এরা হচ্ছে মুসলিমদের এমন জামাআত যারা হক ও হিদায়াতের

[৪৮] সূরা আত-ত্বাওবাহ; আয়াত: ১০০।

পথে চলমান। কখনো তাদের এমন ইমাম থাকবে যিনি তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করবে, আবার কখনো কিছু পরিস্থিতিতে এবং [বিশেষত] ফিতনার সময়ে তাদের এমন ইমাম থাকবে না। যেমনটি হুযাইফা রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

কিন্তু -আল্লাহর প্রশংসা- নিশ্চয় এই জামাআত তাদের মানহাজ সহ বিদ্যমান রয়েছে। এবং এই দেশে তাদেরকে আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালনা করবে এমন ইমামও রয়েছে। যেমনটি ইমাম কাওয়ামুস সুন্নাহ ইসমাঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-আসবাহানীর একটি বাণী উল্লেখের পরে আমরা অচিরেই তা বর্ণনা করব। যাতে করে আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, মুসলিমদের একক জামাআত যার উপরে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার সাহাবীগণ উপরে ছিলেন, এরাই আস-সালাফুস সালিহ এবং তাদের পথ অনুসরণকারী। তারা একটি মানহাজের অনুসারী, এরা কোন হিযব (বিভক্তকারী দল) নয়, যেমন আমরা কিছু লোককে বলতে শুনি যারা প্রকৃতপক্ষে তাদের পথ-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখে না।

[একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে] যদি সালাফদের মানহাজের প্রতি সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি হতে কোন ভুল হয়ে থাকে; কেননা তারা মাসুম নন, তবে তা ঐ ব্যক্তির প্রতিই আরোপিত হবে, মানহাজের প্রতি নয়। তাই [উক্ত ত্রুটির অভিযোগ এনে] মানুষকে সত্য হতে বিমুখ করা যাবে না, বিশেষভাবে যুবকদেরকে। কেননা যুবকদেরকে সালাফের জামাআত ও সালাফের মানহাজ হতে বিমুখ করা মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বড় ধরনের অন্যায়, যাতে বর্তমান প্রজন্ম তার পূর্ব প্রজন্ম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এ ধরনের দাওয়াত হচ্ছে এমন পদ্ধতি যার প্রচলন শুরু হয়েছে ইসলামের শত্রুদের দ্বারা আর এর প্ররোচনা দ্বারা তারা উদ্বুদ্ধ হয় যারা তাদের গন্তব্য সম্পর্কে চিন্তাশীল নয় এবং ফলাফলে কী আসতে পারে এ ব্যাপারেও তারা চিন্তা করতে পারে না।

শারহুত-ত্বহাবিয়্যাহর পৃষ্টাগুলোতে এক নজর দিয়ে আমি যা পেয়েছি, তা হচ্ছে: বিশজনেরও অধিক সালাফ হতে এমন কথা বারবার এসেছে যে, তারা এই [মুক্তিপ্রাপ্ত ও বিভক্তিহীন] দলটির প্রতি নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে গর্ব অনুভব করতেন। কেননা এই দলটির মানহাজের উত্তম ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে: হক বা সত্যের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তাতেই প্রতিষ্ঠিত থাকা, কোন ধরনের অস্থিরতা (পরিবর্তনশীলতা) ও সিদ্ধান্তহীনতা ছাড়াই। এবং তাদের এই ঐক্য আকীদার বিষয়গুলোর উপরে ভিত্তি করে আর তাদের মধ্যে স্থান, কাল বা পাত্রভেদেও এগুলোর কোন কোন পরিবর্তন হয় না, যা

অন্যান্য এমন দলের বিপরীত যারা তাদের বিবেক দ্বারা নিজস্ব মানহাজ তৈরী করে নিয়েছে।

কাওয়ামুস সুন্নাহ ইমাম আসবাহানী বলেন: "যে সব বিষয় প্রমাণ করে যে, আহলুল হাদীসগণই আহলুল হক, তার মধ্যে রয়েছে: যদি তুমি তাদের লিখিত গ্রন্থাবলী পাঠ কর, প্রথম হতে শেষ এবং প্রাচীনকাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত, তাহলে দেখতে পাবে যে, তাদের সময়কাল ও দেশের বিস্তর পার্থক্য এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই আকীদার মাসআলা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে একই রীতি ও পদ্ধতিতে কথা বলছেন। তারা সকলেই এমন পন্থা অবলম্বন করছেন যা হতে বিচ্যুত হওয়া বা পলায়ন করা যায় না। আর এ ব্যাপারে তাদের সকলের কথা একই, বর্ণনাসমূহ একই। তুমি তাদের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন ধরনের মতানৈক্য দেখতে পাবে না যদিও তা সামান্যই হোক না কেন।"

আমি বলছি: তার এ কথার সত্যায়ন করে এ সত্যপন্থী আলিমদের কিতাবসমূহ: ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইবনু খুযাইমা, ইবনু কুতাইবাহ, ইবনু মান্দাহ, আল-লালকাঈসহ অন্যান্য ইমামগণ, যারা তাদের স্থান ও সময়ের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তুমি তাদের কথাগুলোকে একই রকম দেখতে পাবে।

আর এই জামাআত ও তার ইমাম বিদ্যমান থাকার বিষয়ের কথা হল: এ দু'টিই আমাদের দেশে বর্তমান রয়েছে, আল-হামদুলিল্লাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها

"নিশ্চয় ঈমান মদীনাতেই ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[৪৯] মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে:

وهو يأرز بين المسجدين كما تأرزالحية إلى جحرها

"আর সেটা (ঈমান) দুই মাসজিদের মধ্যখানে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[৫০]

---

[৪৯] সহীহ বুখারী; হা/১৮৭৬।

[৫০] সহীহ মুসলিম; হা/১৪৬।

আর তাই আমি যে ভুলে গেছে তাকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি ও যে গাফিল তাকে সতর্ক করছি:

১. আমাদের দেশে যে মানহাজ চালু রয়েছে, তার ভিত্তি হচ্ছে: তাওহীদকে আঁকড়ে ধরা, বিদআত-কুসংস্কার ও অপব্যাখ্যার বর্জন করা, সমস্ত মৌলিক ও প্রশাখাগত শারঈ ইলমের চর্চার উপরে ভিত্তি করে - যা প্রাথমিক স্তর হতে শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর বিশেষ শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত- যেমন: আকীদা বিভাগ, সুন্নাহ বিভাগ, তাফসীর বিভাগ, ফিকহ বিভাগ, উসূল বিভাগসহ শারঈ সকল বিভাগের তাখাসসুস (উচ্চতর বিশেষ বিভাগ/শ্রেণি) রয়েছে, যার পাশাপাশি জাগতিক এমন সমকালীন জ্ঞান যা সমাজের প্রয়োজন তবে শরীআত বিরোধী নয়। বরং মদীনা মুনাউওয়ারার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) এর শতাধিক দেশীয় জাতীয়তার মুসলিম বিশ্বের সন্তানদেরকে গড়ে তুলছে, যাদেরকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষায়িত শাখার (মহাবিদ্যালয়ের) মাধ্যমে এ সকল বিষয়ে পাঠদান করছে, যেমন: আল-কুরআন ও উলূমুল কুরআন সংক্রান্ত শাখা, আল-হাদীস ও উলূমুল হাদীস সংক্রান্ত শাখা, উসূলুদ দীন সংক্রান্ত শাখা, শরীআত (আইন) সংক্রান্ত শাখা, ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত শাখা ইত্যাদি। এছাড়া অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও। এবং এরপরে এই ইলমের সকল পর্যায়েই পুরুষ ও নারী শাখাকে আলাদা করা হয়েছে।

২. রাষ্ট্রীয়ভাবে ইফতা, দাওয়াত এবং ধর্মীয় শিক্ষা/পরামর্শ বিভাগ রয়েছে।

৩. সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ সংক্রান্ত পরিষদ।

৪. শারঈ বিচারালয়। যেখানে কাযীগণ কিতাব-সুন্নাহ অনুসারে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং শরীআতের নিয়ম মেনে শারঈ দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন: চোরের হাত কাটা, হত্যাকারীর কিসাস আদায়, ব্যভিচারী এবং মদপানকারীকে চাবুকাঘাত করা।

সুতরাং এই মানহাজ যার দ্বারা এই দেশে মুসলিমদের জামাআত প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে। এই মানহাজকে প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য তাদের ইমামও রয়েছেন। আর আমরা প্রায়ই অপরাধীদের উপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করার কথা শুনতে পাই।

অনেক সময় পার হয়ে যাওয়ার পর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু 'আব্দিল ওহ্হাবের সাথে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু সাঊদের (রহিমাহুমাল্লাহ) সময়কাল ১১৫৮ হিজরী হতে তা অবিচ্ছিন্নভাবে আমাদের যুগ পর্যন্ত আজো বিদ্যমান রয়েছে।

আমাদের এই রাষ্ট্র উক্ত সময় থেকে শিরক, বিদআত ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যার কলঙ্ক হতে নির্ভেজাল তাওহীদের আকীদার উপরে এবং কুরআন-সুন্নাহ ও শারঈ

দলীল বোঝার ক্ষেত্রে আস-সালাফুস সালিহ (পূর্ববর্তী সৎকর্মশীল যথা সাহাবী ও তাবিঈগণ) তাদের বুঝ অনুসারে ইসলামী শরীআতের সকল আহকামের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

আমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে এই রাষ্ট্রের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব কামনা করি। যেন এই রাষ্ট্র ও তার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে উক্ত কথা প্রযোজ্য হয়, যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

إن الإيمان ليأرز إلى المدينة، كما تأرز الحية إلى جحرها

"নিশ্চয় ঈমান মদীনাতেই ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[৫১] মুসলিমের বর্ণনাতে এসেছে:

وهو يأرز بين المسجدين كما تأرزالحية إلى جحرها

"আর সেটা (ঈমান) দুই মাসজিদের মধ্যখানে ফিরে আসবে যেভাবে সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।"[৫২]

আর আল্লাহর অবাধ্যতা ও ভুলত্রুটি বিদ্যমান থাকার ব্যাপারটি হচ্ছে এটি মানবীয় প্রকৃতিগত ব্যাপার, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ ও খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগেও মানুষ অন্যায় কাজে লিপ্ত হয়েছে, তারা তখনো ভুল-ত্রুটিতে লিপ্ত হয়েছে, অনুরূপভাবে তাদের পরবর্তীতে ইসলামী রাষ্ট্রেও হয়েছিল। সুতরাং ভুল-ত্রুটি হওয়াটা সমস্যা নয়, সমস্যা হচ্ছে ভুল-ত্রুটি কারো কাছ থেকে সংঘটিত হওয়ার পরেও যদি তাদের দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা না করা হয়, যখন উক্ত অপরাধের কারণে তাদের উপরে দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা হওয়া ওয়াজিব হয়।

ইমাম ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসকদের প্রতি নসীহত করা উম্মাতের আলিমদের উপরে ওয়াজিব। সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে:

الدين النصيحة، ثلاثًا، قلنا: لمن يا رسول الله؟، قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم

"দীন হচ্ছে নাসীহাহ (তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন)। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! কার প্রতি? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি,

[৫১] সহীহ বুখারী; হা/১৮৭৬।

[৫২] সহীহ মুসলিম; হা/১৪৬।

তাঁর রসূলের প্রতি, মুসলিমদের ইমামদের প্রতি ও তাদের জনসাধারণের প্রতি।"[৫৩]

কিন্তু তাদের [শাসকদের] প্রতি কিভাবে নসীহত পেশ করতে হবে? এ ব্যাপারে আমরা 'আর-রিয়াযুন না-যিরাহ ওয়াল হাদা-ইকুন নাইয়িরাতুয যা-হিরাহ' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ' নসীহত ওয়াজিব হওয়া এবং এর উপকারিতা' শীর্ষক শিরোনামে উক্ত হাদীস ("দীন হচ্ছে নাসীহাহ -তিনি এ কথা তিনবার বলেছেন-। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রসূল! কার প্রতি? তিনি বললেন: আল্লাহর প্রতি, তাঁর কিতাবের প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, মুসলিমদের ইমামদের প্রতি ও তাদের জনসাধারণের প্রতি।") এর ব্যাখ্যাতে যা শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনু আস-সাদী উল্লেখ করেছেন, তা উল্লেখ করছি:

"আর মুসলিমদের ইমামদের প্রতি নসীহত, তারা হচ্ছেন সর্বোচ্চ সুলতানের পক্ষ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত আমীরের প্রতি, কাযীর প্রতি এবং এমন সকলের জন্য যাদের ছোট-বড় যে কোন ধরনের দায়িত্ব রয়েছে। সেটা এ কারণে যে, এদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অন্য যে কোন মানুষের তুলনায় বেশী হয়ে থাকে, সে কারণেই তাদের প্রতি নসীহত তাদের অবস্থান ও মর্যাদা অনুযায়ী আবশ্যক হবে। এটা তাদের ইমামতকে মেনে নেওয়া, তাদের শাসনের প্রতি স্বীকৃতি দেওয়া, সৎকাজে তাদের আনুগত্য করা, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করা, অধীনস্তদেরকে তাদের আনুগত্যের আদেশ দেওয়া, তাদের আদেশকে মেনে নেওয়ার বাধ্যবাধকতা আরোপিত হওয়া যদি না তা আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশের বিপরীত হয়, মানুষের সাধ্যানুযায়ী তাদের প্রতি নসীহতের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা, তাদের কাছে তাদের অধীনস্তদের চাহিদা সংক্রান্ত যা অস্পষ্ট রয়েছে তা স্পষ্ট করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই তার অবস্থা অনুযায়ী এটা পালন করবে। তাদের সংশোধন ও তাওফীকের জন্য দুআ করবে। কেননা তাদের সংশোধন মানেই তাদের অধীনস্তদের সংশোধন।"[৫৪]

এরপরে তিনি বলেন: "তাদেরকে গালিগালাজ করা, তাদের দূর্নাম করা ও তাদের দোষত্রুটি ছড়িয়ে বেড়ানো হতে দূরে থাকা। কেননা এতে অনেক খারাপ, ক্ষতি ও বড় ধরনের বিপর্যয় রয়েছে। তাদের নসীহতের মধ্যে এটাও গণ্য যে, এগুলো হতে সতর্ক থাকতে হবে এবং অন্যদেরকে সতর্ক করতে হবে।"

---

[৫৩] সহীহ মুসলিম; হা/৯৫।

[৫৪] পৃ.: ২৯।

এরপরে তিনি আরো বলেন: "যদি কেউ তাদের কাছ হতে এমন কিছু বিষয় দেখে, যেটা হালাল নয়, তবে সে তাদেরকে গোপনে সচেতন করে দেবে কিন্তু প্রকাশ্যে বলবে না, তারপরে নরম ভাষায়, তাদের অবস্থানের সাথে মানানসই ভাষায় বলবে, যাতে করে উদ্দেশ্য হাসিল হয়। এটা প্রত্যেকেরই অধিকার, আর বিশেষভাবে প্রশাসকদের ক্ষেত্রে; কেননা তাদেরকে এভাবে সতর্ক করার মধ্যেই অধিক কল্যাণ রয়েছে এবং এতেই সততা ও ইখলাছের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এরপরে তিনি আরো বলেন: হে তাদেরকে নসীহতকারী! এই প্রশংসনীয় পদ্ধতিতে নসীহত করেও মানুষের কাছে প্রশংসার কারণে তোমার নসীহত নষ্ট হয়ে যেতে পারে। [যেমন:] তুমি মানুষকে বলবে: আমি তাদেরকে নসীহত করেছি, এটা বলেছি, এটা বলেছি। কেননা এটা রিয়া এবং দূর্বল ইখলাসের আলামত আর এতে অনেক ক্ষতি রয়েছে যা সর্ববিদিত।"

এটি হচ্ছে শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী সর্বোচ্চ সুলতান ও তার নিয়োগকৃত শাসকদের প্রতি কিভাবে নসীহত করতে হবে, সে ব্যাপারে যা বলেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, [এক্ষেত্রে] নসীহত হবে গোপনে, প্রকাশ্যে নয়, তা হতে হবে কোমল এবং তাদের অবস্থানের সাথে মানানসই ভাষায়। অনুরূপভাবে তিনি আরো সতর্ক করেছেন যে ব্যক্তি সততা ও ইখলাছের সাথে প্রশংসিত পদ্ধতিতে উক্ত নসীহত করবে, সে যেন তার এই কাজকে মানুষের প্রশংসা কুড়ানোর মাধ্যমে নষ্ট করে না ফেলে। যেমন সে মানুষকে বলবে: আমি তাদেরকে নসীহত করেছি, এটা বলেছি, এটা বলেছি। কেননা এটা রিয়া এবং দুর্বল ইখলাসের প্রমাণ বহন করে। যেমনটি শাইখ সাদী বলেছেন।

বর্তমান যুগের আলিমদের মধ্যে অন্যতম শাইখ সাদী রহিমাহুল্লাহর এই কথা উল্লেখের পরে আমরা তার এ কথার অনুরূপ পূর্ববর্তী আলিমদের কিছু কথা উল্লেখ করব।

ইবনু আবী আসিম তার কিতাবুস সুন্নাহর 'কিভাবে শাসকদেরকে প্রজাসাধারণ নসীহত করবে' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেন: তিনি শুরাইহ্ ইবনু উবাইদ হতে তার স্বীয় সানাদে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আয়ায ইবনু গানাম হিশাম ইবনু হাকীমকে উদ্দেশ্য করে বলেন: তুমি কী আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একথা শ্রবণ করনি যে তিনি বলেছেন:

من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده، فيخلو به فإن قبل منه فذلك، وإلا كان قد أدى الذى عليه

"যদি কোন ব্যক্তি সুলতানকে নসীহত করতে চায়, সে যেন তা প্রকাশ্যে না করে। বরং সে তার [কাছে যেয়ে] হাত ধরে তাকে গোপনে একাকী অবস্থায় তা বলে। যদি সে [সুলতান/শাসক] তা গ্রহণ করে, তবে তো হল। আর যদি তা গ্রহণ না করে তবুও উক্ত ব্যক্তির উপরে যে দায়িত্ব ছিল, সে তা পালন করল।"[৫৫] ইমাম আলবানী বলেন: হাদীসটির সনদ সহীহ।

এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত -আত-তায়িফাতুল মানসূরাহ আন-নাজিয়াহ - তথা সাহায্য ও মুক্তিপ্রাপ্ত দলের আলিমদের শাসকদেরকে নসীহত করার পদ্ধতি; কেননা তারা জাতী, জনসাধারণ এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ ও সংশোধন চায়। আমরা মনে করি যে, আমাদের বর্তমান সময়ের আলিমগণ তারা আস-সালাফুস সালিহের মানহাজ অনুসরণে তাদের শাসকদের শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক উল্লেখিত পন্থায় কাজ করে যাচ্ছেন। তারা শাসকদেরকে প্রকাশ্যে নসীহত পেশ করেন না, যেন আমরা শুনতে পাই। কেননা তারা জানেন যে, প্রকাশ্যে নসীহত করার পদ্ধতি যেমন খুব একটা ফলপ্রসূ নয় আবার তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের মানহাজও নয়। তারপরে তারা এটাও চান না যে, তাদের উক্ত নসীহত মানুষের কাছে প্রশংসা পাওয়ার মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যাক এ কথা বলে যে, আমরা এই এই কাজ করেছি আর আমরা এই এই বলেছি ইত্যাদি, যেমনটি সাদী উল্লেখ করেছেন যে, এসব কথার মধ্যে রিয়া, নসীহতের ক্ষেত্রে ইখলাসের ঘাটতি রয়েছে এবং সেই সাথে এর বহুবিধ ক্ষতির দিকও বিদ্যমান।

আর শাসকদের সাথে সরাসরি নসীহতের কিছু ঘটনা এমন যা বর্ণিত হয়েছে, তা হচ্ছে তাদের মধ্যে -আলিমগণ এবং শাসকদের মধ্যে- সুসম্পর্ক বজায় রেখে শাসকদের কাছ থেকে সুন্নাতের বিপরীত কিছু প্রকাশ পেলে তাদেরকে সরাসরি নসীহত করা। নসীহতের দ্বারা তখন উদ্দেশ্য প্রসিদ্ধি নয়, বরং তা ছিল [তাৎক্ষণিক] সংশোধন করা, যেমন দেখা যায় মদীনার প্রশাসক মারওয়ানের যুগে।

ইমাম বুখারী কিতাবুল ঈদাইনের মধ্যে আবূ সাঈদ আল-খুদরী রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে,

كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، قال: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان - وهو أمير المدينة - في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان

[৫৫] কিতাবুস সুন্নাহ লি-ইবনি আবী আসিম, ১০৯৬ ।

يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجذبني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيّرتم والله، فقال: أبا سعيد، قد ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার দিনে মুসল্লার (ঈদের সালাতের স্থান) দিকে যেতেন এরপরে প্রথম তিনি সালাতের মাধ্যমেই কাজ শুরু করতেন। তিনি বলেন: মানুষ এভাবেই 'আমল করতে থাকে, যতক্ষণ না আমি মারওয়ানের সাথে বের হলাম -সে মদীনার প্রশাসক ছিলেন- ঈদুল ফিত্বর এবং ঈদুল আদ্বহার দিনে, যখন আমরা মুসল্লাতে উপস্থিত হলাম, আমরা একটি মিম্বার দেখতে পেলাম যা কাছীর ইবনুস সল্ত তৈরী করেছিল। মারওয়ান এসেই সেখানে আরোহণ করতে গেলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম, সেও কাপড় টেনে নিয়ে মিম্বারে আরোহণ করল আর সালাতের আগেই খুতবা দিল। আমি তাকে বললাম: আল্লাহর কসম! তোমরা [সুন্নাত] বদলে ফেললে। সে তখন বলল: হে আবূ সাঈদ! আপনি যা জানেন তা গত হয়েছে। তখন আমি বললাম: আমি যা জানি -আল্লাহর কসম- তা আমার না জানা বিষয় হতে উত্তম। তখন সে বলল: মানুষ সালাতের পরে আমাদের জন্য বসে থাকে না, তাই আমি খুতবাকে আগে নিয়ে আসলাম।"[৫৬]

ইবনু হাজার বলেন: দাউদ ইবনু কাইস হতে আব্দুর রাজ্জাকের রিওয়ায়েতে রয়েছে: সে -মারওয়ান- আমার ও আবূ মাস'ঊদ আল-আনসারী তথা 'উকবাহ ইবনু 'আমরের মাঝে ছিলেন।[৫৭] আমি বলি: এটা আলিমদের সাথে শাসকদের সাথে সম্পর্কের ঘনিষ্টতা প্রমাণ করে।

ইবনু হাজার এই হাদীস হতে বেশ কিছু শিক্ষনীয় দিক নির্ধারণ করেছেন: এতে আমীরদের থেকে সুন্নাত বিরোধী কাজ হওয়ার ক্ষেত্রে আলিমগণের বিরোধিতার দলীল পাওয়া যায়, এতে আরো দলীল রয়েছে যে, উত্তম আমলটি ত্যাগ করে আলিমের জন্য অন্য আমল করা জায়িয হবে যদি শাসক (বিচারক) উক্ত উত্তম কাজটি না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেন; যেহেতু আবূ সাঈদ [সুন্নাহর খিলাফ হওয়ার পরেও] খুত্ববাতে উপস্থিত ছিলেন এবং সেখান থেকে সরে যাননি। সুতরাং এখান থেকে দলীল গ্রহণ করা যায় যে, সালাতের মাধ্যমে [মুসাল্লার

[৫৬] সহীহ বুখারী; হা/৯৫৬। শব্দের কিছুটা পরিবর্তন ও সংক্ষেপ করা হয়েছে।
[৫৭] ফাতহুল বারী; ২/৪৫০।

কার্যক্রম/সালাত] শুরু করাটা তা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত নয়। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

এরপর ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ ইবনুল মুনীরের মত উল্লেখ করে বলেন: আবূ সাঈদ রদ্বিইয়াল্লাহু আনহু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজটিকে নির্দিষ্ট মনে করেছেন। আর মারওয়ান এটাকে উত্তম গণ্য করেছেন, তবে তিনি উযর পেশ করেছেন যে, মানুষের অবস্থা বদলে গেছে। তাই তিনি মনে করেছেন যে, খুতবা শ্রবণ করা হচ্ছে মূল সুন্নাহ, সেটার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া তার [খুতবার] প্রকৃতি [যেভাবে/যখন খুতবা দিতে হবে]-যা মূলত শর্ত নয়, সেটার ব্যাপারে যত্নবান হওয়া থেকে উত্তম। আল্লাহই সর্বোজ্ঞ।

অনুরূপভাবে উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বিইয়াল্লাহু আনহুর সাথে কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, সেটাও মূলত শাসকদের প্রতি মৌখিকভাবে সরাসরি নসীহত, ঐ সময়ে যখন সুন্নাহর খিলাফ কিছু প্রকাশ হয়েছিল। তবে তা কখনোই নিজের প্রসিদ্ধ হওয়া, তাদের ব্যাপারে নিন্দা ও তাদের দোষ চর্চার জন্য ছিল না। কেননা এতে রয়েছে অকল্যাণ, ক্ষতি এবং চরম বিশৃঙ্খলা।

শাইখ আব্দুর রহমান আস-সাদী বলেন: উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলাহ (সংশোধন), আর তা এই পদ্ধতিতেই - যদি আল্লাহ চান- বাস্তবায়িত হতে পারে।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.